নিউজিল্যান্ডে সংসদের সামনে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

সারে-জমিন

প্রশাসন চালানোর জন্য মমতা যথেষ্ট যোগ্য: ফিরহাদ

রূপসী বাংলা

এশিয়ায় চিনের মোড়লগিরি কীভাবে রুখবে আমেরিকা

সম্পাদকীয়

আলিয়ার নিউটাউন ক্যাম্পাসে ন্যাক দল

সাধারণ

আইপিএলের নিলামে বাড়তি নজর তিন পেসারের ওপর

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২০ নভেম্বর, ২০২৪
৫ অগ্রহায়ন ১৪৩১
১৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 313 ■ Daily APONZONE ■ 20 November 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

দিঘায় অবৈধ হোটেল ভাঙতে বুলডোজার নয়: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কর্তৃপক্ষের মান্দারমণি সমুদ্র সৈকতে অবৈধভাবে নির্মিত ১৪০টি হোটেল ভেঙে ফেলার উদ্যোগ আটকে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সচিবালয়কে এই নির্দেশের বিষয়ে আগে থেকে জানানো হয়নি বলে অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও বুলডোজার চালানো যাবে না। এই হোটেলগুলির দ্বারা উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনালের আদেশের পরে জেলা কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্যের কোথাও বুলডোজার চালানো যাবে না। তিনি বলেন, মন্দারমণি সৈকতের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। সেখানে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম চলতে দেওয়া হবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রাজ্য সচিবালয়ের সঙ্গে আলোচনা বা না জানিয়েই এই নোটিস জারি করেছে জেলা প্রশাসন।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে সমাবেশ ধর্মতলায়

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের শত্রু: আবু তালিব রহমানি

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের আনা ওয়াকফ বিল ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবস্থান স্পষ্ট করতে আহ্বান জানালেন অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল'বোর্ডের সদস্য মাওলানা আবু তালিব রহমানি। মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, ঈদগাহ, খানকাহ সহ সমস্ত মুসলিম প্রতিষ্ঠান বাঁচাতে প্রস্তাবিত 'ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪' প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার কলকাতা রানী রাসমণি এভিনিউয়ে সমাবেশ থেকে গর্জে উঠলেন রাজ্যের একাধিক সংখ্যালঘু সংগঠনের নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন 'অল-ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সদস্য মাওলানা আবু তালিব রহমানি। ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার্থে কলকাতায় আয়োজিত ওই সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময়ে আবু তালিব রহমানি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ওয়াকফ ইস্যুতে অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তাদের দেশের শত্রু, ইসলামের শত্রু, সংবিধানের শত্রু, ধর্মনিরপেক্ষতার শত্রু মানবতার শত্রু বলে অভিহিত করেন।

এদিনের সভার অন্যতম মুখ্য আয়োজক মাওলানা মুহাম্মাদ কামরুজ্জামানের ভূয়সী প্রশংসা করে আবু তালিব রহমানি বলেন মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ডের পতাকা আপনাদের হাতে থাকবে এবং বাংলার মুসলিমরা মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে মাঠে নামবে। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে বিধানসভায় বিল পাশ করার আহ্বান জানান আবু তালিব সাহেব।জেপিসির বৈঠকে তৃণমূল এমপি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বোতল ভেঙে আঙ্গুলে আঘাত পেয়েছিলেন সেই কথা উল্লেখ করে তাঁর সুস্থতা কামনা করেন। তবে এটাই যথেষ্ট নয়, সংসদে যেদিন ওয়াকফ বিল পেশ করা হবে সেদিন তৃণমূলের কোন কোন এমপি সেখানে উপস্থিত আছেন এবং কারা বাইরে আছেন তা নজর রাখা হবে বলে মন্তব্য করেন আবু তালিব রহমানি। তাঁর কথায়, এদশের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য বড় চক্রান্ত হচ্ছে। ভারতকে পুনরায় বিভাজিত হতে দেওয়া হবে না। এই আন্দোলন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, কেন্দ্রীয় স্বৈরশাসকের কালা কানুনের বিরুদ্ধে। আবু তালিব রহমানি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান যেন তিনি দলীয় এমপিদের নির্দেশ দেন সংসদে যেদিন ওয়াকফ বিল পেশ হবে সেদিন যেন তাঁরা গণতন্ত্র ও সংবিধান সমুন্নত রাখতে ভূমিকা গ্রহণ করেন। সমাবেশ বক্তব্য রাখার সময় রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান কেন্দ্রের ওয়াকফ বিল ইস্যুতে রাজ্যের মমতা সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার অনুরোধ জানান। বক্তব্যের শুরুতে আহমদ হাসান ইমরান দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, আপনারা কি ভারতের নাগরিক? তখন দর্শকরা হ্যাঁ বলে উত্তর দিলে আহমদ হাসান ইমরান বলেন, আমাদেরকে নাগরিকত্বহীন করার চেষ্টা করা হচ্ছে এটা বড় চক্রান্ত। হঠাৎ করেই ওয়াকফ সংশোধনী বিল কেন আনা হল তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। ইমরান বলেন, নরেন্দ্র মোদী একের পর এক বিষয়ে এনে আমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চান, ভারতিয় মুসলিমদের দুর্বল, অপমান করতে চান। চুপ করে থাকা চলবে না। সকলকে প্রতিবাদ করার কথা বলেন, সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। অল-ইন্ডিয়া সুন্নাতুল জামাতের সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতিন সাহেব ওয়াকফ বিল ইস্যুতে ভারতীয় মুসলিমরা সমস্যার মধ্যে পড়লে আন্তর্জাতিক মুসলিম নেতৃত্বদের কাছে যাওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সাওবান সিদ্দিকী বক্তব্য রাখার সময় মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন 'মাসলা মাসায়েল যার যার কিন্তু ইসলাম সবার, ওয়াকফ সম্পত্তি আমাদেরই বাপ-দাদাদের, মালিকানা আল্লাহর' তাই ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন 'সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনে'র সম্পাদক মাওলানা কামরুজ্জামান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী, ডা. রইস উদ্দিন, ডা. মশিউর রহমান, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, আলমগীর সরদার, নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, মোহাম্মদ বাকীবিল্লাহ, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, আমিনুল আম্বিয়া, পীরজাদা তাফহিমুল ইসলাম, মাওলানা হাসানুজ্জামান, সিরাতের আবু সিদ্দিক খান প্রমুখ। এদিন কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে সমাবেশের সূচনা হয়। ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকীর দোয়ায় সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।।

অসমের করিমগঞ্জ জেলার নাম বদলে করা হচ্ছে শ্রীভূমি

আপনজন ডেস্ক: যোগী রাজ্য উত্তরপ্রদেশের পথ ধরে এবার মুসলিম নামাঙ্কিত শহর বা জেলার নাম বদলের পথে এগাল বিজেপি শাসিত অসম সরকার। মঙ্গলবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে শ্রীভূমি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আজ থেকে ১০০ বছর আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক করিমগঞ্জ জেলাকে মা লক্ষ্মীর ভূমি শ্রীভূমি বলে বর্ণনা করেছিলেন। আজ আসাম মন্ত্রিসভা আমাদের জনগণের দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণ করেছে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, জেলার নাম বদলের উদ্যোগে জেলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। "আমরা এমন নাম পরিবর্তন করতে থাকব যেগুলোতে কোনো অভিধানের রেফারেন্স বা অন্য কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এটি করে আসছি এবং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, শ্রীভূমি জেলার নাম পরিবর্তন করলে এটি একটি স্বতন্ত্র পরিচয় পাবে, যা এর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ন্যায্যতা দেবে। পাশাপাশি, আগামী বছরের ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করতে ডিসেম্বরের মধ্যে পঞ্চায়েত ভোটের ভোটার তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। তিনি বলেন, আমরা বিধানসভা নির্বাচনের ভোটার তালিকার ভিত্তিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার সুবিধার্থে আসাম পঞ্চায়েত (সংবিধান) বিধি, ১৯৯৫ এর সংশোধনীও অনুমোদন করেছি। অন্য একটি সিদ্ধান্তের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, মন্ত্রিসভা ২০২৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি আসামে বিনিয়োগ ও অবকাঠামো শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের অনুমোদন দিয়েছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

ভোটার লিস্টে নাম তোলার কাজ শুরু

মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও স্থানান্তকরণ এর কাজ শুরু হচ্ছে দেশজুড়ে। ১২ নভেম্বর থেকে ১২ ওই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই কাজ। সাধারণত বিএলওরা এই কাজ করে থাকেন অফলাইনে। তবে বর্তমান সময়ে অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও শুরু হয়েছে এই কাজ। তাই একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় প্রত্যেকটি ১৮ বছরের উর্ধ্ব মানুষ যাতে ভারতের নাগরিক হতে পারে, সেই জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ভোটার তালিকায় প্রত্যেক বছর নাম তোলার কাজ চলে। কেশপুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলিকে এই কাজে লাগানো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই জন্য বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের নিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করল কেশপুর সমস্ত উন্নয়ন আধিকারিক। কেশপুর ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমিক সিংহ বলেন আমরা কেশপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকার মানুষদেরকে সহযোগিতা করার জন্য বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলিকে এই কাজে লাগাচ্ছি। এর ফলে কেশপুরের ২ লক্ষ ৭০ হাজারেরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন বলেও তিনি জানান।

মোস্তফা গার্লসে প্রবেশিকা পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার ধনিয়াখালি থানার নালিতাজোল এলাকায় ছাত্রীদের জন্য জামিয়া দারুল মোস্তফা আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই মাদ্রাসায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সভাপতি শেখ ইমদাদুল হালদার, সম্পাদক মাওলানা সিবগাতুল্লাহ কাসেমী, সদস্য ইনসান আলী, মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও সাংবাদিক শেখ সালমান সহ বিশিষ্টজনেরা। পাঁচটি জেলার ছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

আবাস যোজনা দুর্নীতির প্রতিবাদে বামেদের ডেপুটেশন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সিপিআইএম প্রভাবিত সারা ভারত কৃষক সভা, শ্রমিক ও খেতমজুর ইউনিয়নের রাজনগর শাখার পক্ষ থেকে মঙ্গলবার রাজনগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর নিকট আবাস যোজনায় দূর্নীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ইতিপূর্বে সংগঠনের নেতাকর্মীরা রাজনগর সিপিআইএম দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল সহযোগে রাজনগর ব্লক অফিসের গেটের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। পরবর্তীতে সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি গিয়ে বিডিওর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। সংগঠনের দাবি আবাস যোজনার তালিকায় বহু প্রকৃত প্রাপকদের নাম বাদ গেছে। পুনর্বিবেচনা করে প্রকৃত প্রাপকরা যেন আবাস যোজনার বাড়ি পেতে পারে তার সুব্যবস্থা করতে হবে। মূলত এই দাবি নিয়েই মঙ্গলবারের ডেপুটেশন বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে
এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শীতল বাউরী, জেলা কমিটির সদস্য শুকদেব বাগদি, রাজনগর এরিয়া কমিটির সম্পাদক উত্তম মিস্ত্রি, অরুণ সাধু সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

অভয়ার বিচার চেয়ে মেচেদায় মশাল মিছিল

সন্ন্যাসী কাউরী ● মেচেদা

আপনজন: আর জি কর মেডিকেল কলেজের অভ্যন্তরে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসকের উপর নারকীয় ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার ১০০ দিন পার। আজো বিচার পাই নি নির্যাতিতার পরিবার। দ্রুত বিচার করে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পথে নামলেন মেছেদাবাসী। মঙ্গলবার মেচেদার পাঁচ মাথার মোড়ে শিক্ষক সংস্কৃতি কর্মী বুদ্ধিজীবী সহ সর্বস্তরের মানুষ দ্রোহসভা ও মশাল মিছিলে সামিল হন। মিছিল সভা থেকে দ্রুত বিচার এবং দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন আন্দোলনকারীরা। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক পিন্টু দাস, বীণাপাণি প্রধান, লক্ষীকান্ত মাইতি, রাম পদ পাখিরা, কেষ্ট দোলই, ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া প্রমুখ। ঘটনার পর থেকেই জুনিয়র ডাক্তারদের আহ্বানে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন চলছে। পশ্চিমবাংলার নাগরিক সমাজ এই আন্দোলনের পাশে রয়েছে। তাদের আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে মেচেদাবাসী বারবার পথে নেমেছেন আজও একই দাবিতে মেচেদার সুশীল সমাজ পথে নেমেছেন । এ কথা বলেন অধ্যাপক পিন্টু দাস। তিনি আরো বলেন, রাজ্য সরকারকে বাধ্য করিয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি মানাতে। কিন্তু দোষীরা সকলে আজও চিহ্নিতকরণ হয়নি এবং তাদের বিচার হয়নি। আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য শাসকের পক্ষ থেকে নানা ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা প্রচার চলছে। সমস্ত প্রকার ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করে এই আন্দোলনকে তার মূল দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পশ্চিমবাংলার নাগরিক সমাজের সাথে মেছেদাবাসীও সামিল হয়েছেন। অভয়ার পরিবার বিচার না পেলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার ডাক দেন বক্তারা।এমন দাবি করছে তৃণমূল। অপরদিকে বিজেপির দাবি কত তলা বাড়ি সেটা দেখা হয় না। যে কাট মানি দিলেই নাম তালিকায়।

প্রশাসন চালানোর জন্য মমতা যথেষ্ট যোগ্য: ফিরহাদ হাকিম

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: প্রশাসন চালানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট ক্যাপেবেল। যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন তিনি দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসন চালাবেন। দলের মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করার দাবিকে এই ভাবেই নস্যাৎ করে দিলেন মেয়র ও পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তার পাল্টা দাবি আমরা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যের ছবিকে সামনে রেখেই জয়লাভ করে থাকি। যেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি থাকবে না। তখন যারা এই সব কথা বলছেন তারা বুঝতে পারবেন।
সোমবার বেলডাঙার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যের প্রশাসনিক পদে অভিষেক করার প্রয়োজন বলে দাবি তুলে ছিলেন। তিনি দাবি জানিয়েছিলেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেপুটি সি এম বা মন্ত্রিত্বে রাখা হোক। মঙ্গলবার তার এই দাবি খারিজ করে ফিরহাদ হাকিম জানান অভিষেক আমাদের সন্তানের মত। যখন সময় আসবে তখন সে হবে। কিন্তু যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে কথা বলছেন তাদের উদ্দেশে বলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনকে সামলানোর জন্য যথেষ্ট দক্ষ এবং পারদর্শী । একথা জানান, মেয়র তথা মন্ত্রিসভার সদস্য ফিরহাদ হাকিম।
এদিন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধীর ১০৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আইটিসি পার্কে তার মূর্তিতে মাল্যদান করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মেয়র পরিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার, অসীম বসু সহ কলকাতা পৌর সংস্থা পৌর সচিব স্বপন কুমার কুণ্ডু। কলকাতা পৌর সংস্থা আয়োজিত দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এদিন মণিপুরের ঘটনা নিয়ে ও সরব হন মেয়র। তার অভিযোগ একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যিনি দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি জাতীয়করণ করেছিলেন। আর বর্তমানে একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন যিনি নিজের ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের হাতে সরকারি সম্পত্তিকে বেসরকারীকরণ করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।
এদিন শিয়ালদহ স্টেশনে ভাঙচুরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে শুধু এখনে নয় দেশের চারদিকে একটা অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। দেশে একটা এই রকম সরকার চলছে যারা মানুষ কে দমন পীড়ন করার নীতি নিয়ে চলে। একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করা। মানুষের সঙ্গে মানুষ কে লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

নারী সুরক্ষার দাবিতে ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট-এর মোমবাতি মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সারা দেশ জুড়ে বেড়ে চলা নারী নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, যৌতুকের নামে অমানবিক নির্যাতন, সরকারি নিরাপত্তা ও অধিকার থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট-এর মোমবাতি মিছিল অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। আজ এসডিপিআই-এর রাজ্য অফিস থেকে মল্লিক বাজার ও পার্ক সার্কাস ৭ পয়েন্ট হয়ে চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল পর্যন্ত মিছিল হয়। হাসপাতালের গেটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নারীদের উপর হয়ে চলা নির্যাতনের তথ্য তুলে ধরে জনসাধারণকে নারীদের সুরক্ষায় সামিল হওয়ার আহবান জানান রাজ্য সহ সভাপতি আলিয়া পারভীন। তিনি বলেন– স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও এ দেশ স্বাধীন হয়নি, যে দেশে দিনের বেলায় নারী ধর্ষিত ও নির্যাতিত হয়, রাতে একা বের হওয়ার নূন্যতম সাহস পাইনা সে দেশ কিভাবে স্বাধীন হতে পারে। অপর দিকে বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও-এর স্লোগান দেওয়া বিজেপি নিজেই ধর্ষকের সমর্থনে মিছিল বের করে, এদের বিরুদ্ধে ও ধর্ষণের সাজা মৃত্যু দন্ডের দাবি ছাড়াও সংসদে নারীদের সংরক্ষণের দাবিতে ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট-এর এই প্রচার অভিযানে সামিল হন।
এদিনের এই মোমবাতি মিছিল শুধুই কলকাতায় নয় পুরো দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেন উইম-এর জাতীয় সভাপতি ইয়াসমিন ইসলাম। তিনি নারীদের আত্ম রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেওয়ার আবেদন করেন ও অভয়া সহ সকল ধর্ষিতার ন্যায় বিচারের দাবি জানান। মিছিলের পাশাপাশি নারীদের উপর হওয়া রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের তথ্য দিয়ে তৈরি হ্যান্ডবিল বিতরণ করা হয়।

মানিকচকে সেচমন্ত্রীর ভাঙণ পরিদর্শন করার পরের দিন থেকে আবারও ভাঙন শুরু

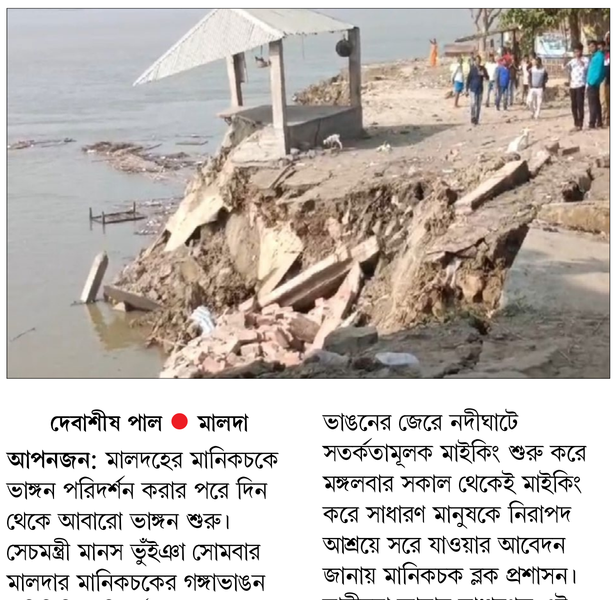

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদহের মানিকচকে ভাঙ্গন পরিদর্শন করার পরে দিন থেকে আবারো ভাঙ্গন শুরু। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইঞা সোমবার মালদার মানিকচকের গঙ্গাভাঙন পরিস্থিতি পরিদর্শন করে মালদায় ছাড়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিধ্বংসী গঙ্গা ভাঙন শুরু হল মানিকচকে। সোমবার গভীর রাতে হঠাৎ করেই মানিকচক গঙ্গাঘাটে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়। প্রায় চারশো মিটার এলাকা জুরে চলা এই ভাঙনে মানিকচক গঙ্গাঘাট এলাকার একাধিক বসতভিটা এবং দোকানপাট গঙ্গাগর্ভে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। যা দেখে অন্যান্যরা তড়িঘড়ি দোকানপাট সরিয়ে ফেলতে শুরু করেন। ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যরা মঙ্গলবার সকাল থেকে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে শুরু করেন।গঙ্গাঘাটে ভয়াবহ নদী ভাঙনের জেরে নদীঘাটে সতর্কতামূলক মাইকিং শুরু করে মঙ্গলবার সকাল থেকেই মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার আবেদন জানায় মানিকচক ব্লক প্রশাসন। স্থানীয়রা জানান সাধারণত এই সময় সচরাচর নদী ভাঙন হয়না। তাই হঠাৎ করে কেন ভাঙন শুরু হল কিছুই বুঝতে পারছেন না। ভাঙনে অনেকের ঘরবাড়ি, দোকানপাট গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা কিছু উপায় না পেয়ে এখন পিডব্লুউডির জায়গায় অস্থায়ী আস্তানা গাড়ার পরিকল্পনা করছেন।যদিও এলাকাবাসীর দাবি সঠিকভাবে কাজ না হওয়ার জন্যই এইভাবে নিজেদের দোকান হারাতে হচ্ছে প্রায় দেড়শ মিটার এলাকা ভাঙ্গন শুরু হয় দোকান ঘর হারিয়ে এখন চিন্তায় পড়েছে এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা সরকারি সাহায্যের দিকে চেয়ে রয়েছে।

বাড়িতে কেউ ছিল না, সেই ফাঁকে চুরি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাড়িতে কেউ ছিলনা, আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পর পর দু'টি বাড়ি থেকে সর্বস্ব নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল। সোমবার রাতে বাঁকুড়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ময়রাবাঁধ জামাই পাড়ার ঘটনা।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই এলাকার তাপস দাস ও কল্যাণী চক্রবর্ত্তীর পরিবারের লোকজন কেউই বাড়িতে ছিলেননা। আর সেই সুযোগে ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা সহ সর্বস্ব নিয়ে চোরের দল চম্পট দিয়েছে বলে খবর।
তাপস দাসের দাবি, তিনি একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন দরজার তালা ভাঙ্গা। তার বাড়ি থেকে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা ও বেশ কিছু সোনা ও রুপার গহনা খোয়া গেছে। অন্যদিকে, কল্যাণী চক্রবর্ত্তীর দাবি, তারা সপরিবারে এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে থাকা কালীন তারা খবর পান বাড়িতে চুরি হয়েছে। তার বাড়ি থেকে নগদ ৭২ হাজার টাকা চুরি গেছে বলে তিনি দাবি করেন।
স্থানীয়দের দাবি, পাশেই বিডিআর রেল লাইন, ওই রেল লাইন রাতের অন্ধকারে সমাজ বিরোধীদের আড্ডা বসে । আর সেকারণেই এলাকায় চুরি হচ্ছে বলে তারা দাবি করেন।

পরিবেশবান্ধব পৌষ মেলা হবে, বৈঠক বিশ্বভারতীতে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পূর্বপল্লী মাঠে। ২০১৯ সালে পর ফের ফিরে এসেছে পূর্বপল্লী মাঠে পৌষ মেলা। এবার কিন্তু নিয়ম মেনে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এবছর মেলা অনুষ্ঠিত করবে বলে জানা যায়। আর এই পৌষ মেলাকে ঘিরে চলেছে আনন্দে ধারা। আজ পৌষ মেলা উপলক্ষে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয় এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন, পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত, বোলপুর ব্যবসায়ী সদস্যগণ ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই বৈঠকে উঠে আসে এবারে পৌষ মেলা থিম পরিবেশ বান্ধব পৌষ মেলা। এই পৌষ দিকে তাকিয়ে থাকেন অসংখ্য ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পীরা কারণ তাদের হাতের বিভিন্ন রকমের কারুকার্য এই মেলায় প্রদর্শিত হয় ও বিক্রি করে। এরফলে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা তাদের রুজি রোজগারের একটা ব্যাপার থেকেই যাই। তাই এই পৌষ মেলায় আরো অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আশায় থাকেন। আজকের এই বৈঠকে জানা যায় মেলা নির্দিষ্ট সময়ে যাতে শেষ করা যায় সেই দিকগুলো বিচার বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও মেলার পরিবেশে যাতে কোনরকম দূষিত না হয় সে দিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে খুব স্বাভাবিকভাবে পৌষ মেলা একটা নিজস্ব যে ঐতিহ্য আছে সেটা যেন সকলে স্মরণে থাকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্ব শৌচালয় দিবস পালন উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের কালীনগর অঞ্চলে বিশ্ব শৌচালয় দিবস পালিত হল। এদিনের এই কর্মসূচিতে এসে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,শুধু শৌচাগার থাকলেই হবে না, সেটা ব্যবহার করাও অভ্যাসে পরিণত করতে বে"। উল্লেখ্য,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের গ্রামের মানুষ যাতে নিয়মিত শৌচাগার ব্যবহার করেন সেই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার বিশ্ব শৌচাগার দিবসে দিনভর নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসন।জানা গেছে,ওই ব্লকের একাধিক এলাকাতে শৌচাগার নির্মাণ হলেও তা নিয়মিত ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বলে ব্লক প্রশাসনের কাছে খবর রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের বহু পরিবার এখনও বরাবরের অভ্যাস মতো মাঠেঘাটে যান মল-মূত্র ত্যাগ করতে। এই বদভ্যাস কাটাতে উদ্যোগী হয়েছে ব্লক প্রশাসন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক লিপিকা রায়, উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম মোল্লা, সেখ মফিজুল, কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সেখ দেরাসাত হোসেন সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ 'খেলা হবে' টিমের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন কে পাখির চোখ করে তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া টিমকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেছে রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। গত ১৪ নভেম্বর মালদহ জেলা সোশ্যাল মিডিয়া টিম ' খেলা হবে ' সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে। জেলার 'খেলা হবে' টিমের সভাপতি করা হয়েছে একরামুল হককে ও ডিস্ট্রিক্ট ইনচার্জ করা হয়েছে মহম্মদ কবিরুদ্দিন কে। সোমবার সন্ধ্যায় হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে 'খেলা হবে' সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সকল সদস্যদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন টিমের সভাপতি একরামুল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করবেন তারা। বিরোধীদের চক্রান্তের জবাব দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া টিম সবসময় প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান একরামুল।
ডিস্ট্রিক্ট ইনচার্জ কবিররুদ্দিন বলেন,২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে বহিরাগত কাউকে দল যাতে টিকিট না দেন,সেই অনুরোধ সোশ্যাল মিডিয়া টিমের পক্ষ থেকে তৃনমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি কে জানাব।

নিজস্ব তহবিল থেকে নতুন ভাতা প্রাপকগণকে ব্যাঙ্কের পাস বই প্রদান

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে নতুন ভাতা প্রাপকগণকে ব্যাঙ্কের পাস বই প্রদান কর্মসূচি এদিন করা হয়। মেমারি শহরের স্টেশন রোড নিমতলা এলাকায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক, মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ কাউন্সিলরবৃন্দ। মেমারি পৌরসভা নিজস্ব তহবিল থেকে আগেই ১৬০ জনকে এই ভাতা প্রদান চেকবুক তুলে দেন আবার আজ প্রতি ওয়ার্ড ভিত্তিক ১০ জন করে মোট ১৬০ জনের মধ্যে ১০০ জনের হাতে আজ পাশবই প্রদান করা হয়। বাকিদের খুব শীঘ্রই পৌরসভা থেকে প্রদান করা হবে বলে জানান চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী।
এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বক্তারা সকলেই প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়তে সহায়তা করার জন্য পৌরবাসীদের কাছে আবেদন রাখেন। চেয়ারম্যান আরো জানান এই ৩২০ জনের বার্ধক্য ভাতা যাতে কোনদিন না বন্ধ হয়ে যায়, তার জন্য আড়াই কোটি টাকা বিভিন্ন কর বাবদ আদায় থেকে ফিক্সড ডিপোজিট করে পাকা বন্দোবস্ত করেছেন। এছাড়াও গৃহহীন যারা ন্যূনতম ২৫ হাজার টাকা প্রদান করতে ব্যর্থ তাদেরকেও স্বপ্নের নীড় নামে ঘর দেওয়ার ও বন্দোবস্ত করেছেন। লক্ষ্য শহরের পাঁচশো পরিবারকে এই স্বপ্নের নীড় ঘর দেওয়ার। আপাতত ওয়ার্ড ভিত্তিক তিনটি করে ঘর নির্মাণ চলছে খুব শীঘ্রই তাদের হাতে ঘরের চাবি তুলে দেওয়া হবে। মহকুমা শাসক চেয়ারম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী শহরবাসীর কাছে আবেদন রাখেন শহরকে সুন্দর রাখতে সকলে যেন এগিয়ে আসেন। শহরের মানুষ সুন্দর হলে তবেই শহরকে সুন্দর করা সম্ভব।

উত্তর খোদার বাজার যুব সংঘের রক্তদান শিবির

জে হাসান ● বারুইপুর

আপনজন: থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যার্থে বারুইপুর উত্তর খোদার বাজার যুব সংঘের পরিচালনায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, বারইপুর পৌরসভার উপ পৌর প্রধান গৌতম কুমার দাস, মহাকাশ বিজ্ঞানী ডক্টর ফারুক রহমান, জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন, অর্ণব মন্ডল, ঘানার বিখ্যাত ফুটবলার সুলে মুসা, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনার ডক্টর মেহেদী কালাম সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ১১৫ জন রক্তদাতা নিজেদের রক্ত দিয়ে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন।

প্রথম নজর

সৌদিতে চলতি বছরে শতাধিক বিদেশীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরবে ২০২৪ সালে ১০১ জন বিদেশী নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। যা দেশটির ইতিহাসে এক বছরে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিদেশীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যা। এই পরিসংখ্যান ২০২৩ এবং ২০২২ সালের তুলনায় তিনগুণ বেশি। ওই বছরগুলোতে ৩৪ জন করে বিদেশী নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটর জানিয়েছে, মাদক-সম্পর্কিত অপরাধের কারণে এর মধ্যে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। এই বছরের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাদক সংক্রান্ত অপরাধে জড়িত ছিলেন।
সৌদি আরব ২০২৪ সালে মাদক সংক্রান্ত অপরাধের জন্য ৯২ টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে, যার মধ্যে ৬৯ জনই ছিলেন বিদেশী।
ইউরোপীয়-সৌদি অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস (ইএসওএইচআর) অভিযোগ করেছে যে, বিশেষত বিদেশী নাগরিকরা ন্যায়বিচারের অভাবে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।
সংস্থাটির আইনি পরিচালক তাহা আল-হাজি বলেন, বিদেশীরা প্রায়শই বড় মাদক ব্যবসায়ীদের শিকার হয়। তাদের গ্রেফতারের মুহূর্ত থেকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা পর্যন্ত তারা ধারাবাহিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হন।
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের পরিবার এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মৃত্যুদণ্ড বিরোধী সংস্থা 'রিপ্রিভ' এর সদস্য জিদ বাসিউনি এটিকে 'অভূতপূর্ব মানবাধিকার সংকট' বলে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ড পাওয়া বিদেশী নাগরিকদের পরিবারগুলো খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।
এ বছর পাকিস্তানের ২১ জন, ইয়েমেনের ২০ জন, সিরিয়ার ১৪ জন, নাইজেরিয়া থেকে ১০ জন, মিশরের ৯ জন, জর্ডানের ৮ জন এবং ইথিওপিয়ার ৭ জন নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। এছাড়াও সুদান, ভারত ও আফগানিস্তানের ৩ জন এবং শ্রীলঙ্কা, ইরিত্রিয়া ও ফিলিপাইনের একজন করে নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডে পার্লামেন্টের সামনে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের মাওরি জনগোষ্ঠীর অধিকার খর্ব করার অভিযোগে একটি বিলের বিরুদ্ধে দেশটির পার্লামেন্টের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। নতুন বিলে বর্ণবিদ্বেষ উসকে দেওয়ার আশঙ্কায় অন্তত ৪২ হাজার মানুষ সমবেত হন।
মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
নিউজিল্যান্ডের পুলিশ জানিয়েছে, এ সময় তারা মিছিল নিয়ে পার্লামেন্ট ভবনের দিকে যান। এর ফলে ওই এলাকার ব্যস্ত সড়কগুলোয় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
এ সময় উদাম গায়ে মাওরিদের ঐতিহ্যবাহী পালকের পোশাক পরে পুরুষেরা মিছিলে অংশ নেন। অনেকে ঘোড়ায় চড়ে আসেন। সঙ্গে ছিল লাল-সাদা-কালোর মিশেলে মাওরিদের পতাকা। মুখে মাওরিদের ঐতিহ্যবাহী 'মোকো' ট্যাটু একে অনেক শিশু মিছিলে অংশ নেয়। বিক্ষোভকারীরা সঙ্গে মাওরিদের কাঠের তৈরি অস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন।
মিছিলে নিক স্টুয়ার্ট নামের একজন বলেন, 'পুরো পরিবেশটি খুব সুন্দর। সবাই হেঁটে হেঁটে এখানে সমর্থন জানাতে এসেছেন। এটা খুবই শান্তিপূর্ণ ও শ্রদ্ধাশীল একটি আয়োজন।'
নিউজিল্যান্ডে ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল জোটের অংশীদার ছোট একটি রাজনৈতিক দল পার্লামেন্টে উত্থাপনের জন্য একটি বিলের খসড়া করেছে। বিলে ১৮৪০ সালে সই হওয়া 'ওয়েতাঙ্গি চুক্তিকে' পুনরায় সজ্ঞায়িত করার কথা বলা হয়েছে। এ চুক্তিকে নিউজিল্যান্ড প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ধরা হয়।
নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টে বিলটি পাসের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এরপরও খসড়া বিলটি কয়েক দশকের মধ্যে দেশটিতে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডজুড়ে বিক্ষোভ হচ্ছে। গত সপ্তাহে প্রাথমিক বিতর্কের জন্য খসড়া এই বিল নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হয়েছে।
পার্লামেন্টের অধিবেশনে বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন মাওরি আইনপ্রণেতারা। নিউজিল্যান্ডের সাবেক রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী জেনি শিপলে বলেছেন, 'এটি (খসড়া বিল) নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে নিউজিল্যান্ডের সামনে বিভক্তির এমন ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, যা আমি আমার এই প্রাপ্তবয়স্ক জীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।'
মূলত ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসক এবং আদিবাসী মাওরি সম্প্রদায়ের ৫৪০ জন গোষ্ঠীপ্রধানের মধ্যে শান্তিচুক্তি হিসেবে ১৮৪০ সালে সই হয়েছিল ওয়েতাঙ্গি চুক্তি। চুক্তিতে মাওরিদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে। তাই শতক পুরোনো চুক্তির বিধান বদলে ফেলার উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবেই ভালো চোখে দেখছেন না মাওরিরা।

হংকংয়ে ৪৫ গণতন্ত্রপন্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড

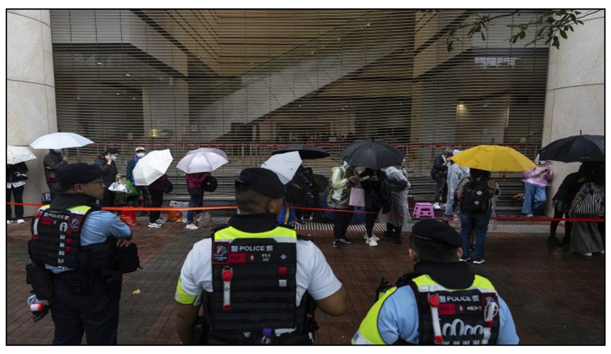

আপনজন ডেস্ক: হংকংয়ের উচ্চ আদালত জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে হওয়া এক বিচারে ৪৫ জন গণতন্ত্রপন্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে।
নাশকতা করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২০২১ সালে মোট ৪৭ জন গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে বেইজিং-আরোপিত জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল।
তাদের মধ্যে সাবেক আইনজ্ঞ বেনি তাইকে আন্দোলনের 'সংগঠক' হিসেবে শনাক্ত করা হয়।
পশ্চিম কাউলুন হাকিম আদালতে ১১৮ দিন ধরে চলা বিচারের পর মে মাসে ১৪ গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনকারী দোষী সাব্যস্ত হন। তাদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক গর্ডন এনজি এবং আন্দোলনকারী ওয়েন চাও অন্যতম। বিচারের মুখোমুখি হওয়া ৪৭ আন্দোলনকারীর মধ্যে ৩১ জন দোষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আর বাকি দুইজনকে অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়।
হংকংয়ের উচ্চ আদালত জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে হওয়া এক বিচারে গণতন্ত্রপন্থী ৪৫ আন্দোলনকারীকে চার থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছে।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, সাজা পাওয়া এসব আন্দোলনকারীদের কেউ কেউ সাড়ে তিন বছর ধরে বন্দি আছেন। তাদের বন্দিত্বের এ সময়টি কারাদণ্ডের মেয়াদের মধ্যে ধরা হবে কিনা তা তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার হয়নি।
রায় ঘোষণার আগে সকাল থেকেই আদালত প্রাঙ্গণে কয়েকশ মানুষ জড়ো হন। তারা লাইন ধরে কোর্টরুমে প্রবেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন, হাল্কা বৃষ্টির মধ্যে তাদের অনেকের হাতে ছাতি ছিল। রায় ঘোষণার সময় কোর্টরুমে উপচে পড়া ভিড় ছিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লেবাননে দুই মাসে নিহত দুই শতাধিক শিশু: ইউনিসেফ

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে চলমান সংঘাতে গত দুই মাসে ২০০-এর বেশি শিশু নিহত এবং সহস্রাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। খবর রয়টার্সের। মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে ইউনিসেফের মুখপাত্র জেমস এলডার নিহতের এ তথ্য জানিয়েছেন। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গত বছর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত লেবাননে নিহত শিশুর সংখ্যা বেড়ে অন্তত ২৩১ জনে দাঁড়িয়েছে। জেনেভার সংবাদ সম্মেলনে এলডার বলেন, "শুধু গত দুই মাসেই ২০০-র বেশি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও গ্রহণযোগ্য নয়।"
তিনি হতাহতের জন্য সরাসরি কোনো পক্ষকে দায়ী না করলেও মন্তব্য করেন, "যারা সংবাদমাধ্যমের খবরে নজর রাখেন, তারা জানেন এই পরিস্থিতির জন্য কারা দায়ী।"
ইউনিসেফের মতে, চলমান সংঘাতে পরিস্থিতি ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছে।
শিশুদের প্রাণহানি শুধুমাত্র একটি সংখ্যা নয়, এটি তাদের পরিবার ও সমাজের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। এই পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে যুদ্ধবিরতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছে। সংঘাত শিশুদের জীবন, ভবিষ্যৎ এবং মৌলিক অধিকারকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যুদ্ধের মধ্যে শিশুদের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি।

রাজনৈতিক বহিরাগত থেকে ঘানার 'মিস্টার ডিজিটাল', মাহামুদু বাওমুয়া

আপনজন ডেস্ক: মাহামুদু বাওমুয়া,বর্তমানে ঘানার ভাইস-প্রেসিডেন্ট।২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ঘানার সাধারণ নির্বাচনে তিনি দেশটির প্রথম মুসলিম প্রেসিডেন্ট হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।।৬১ বছর বয়সী বাওমুয়া, ঘানার উন্নয়নে তার ডিজিটাল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য 'মিস্টার ডিজিটাল' হিসেবে পরিচিত।
বাওমুয়া ২০০৮ সালে ৪৪ বছর বয়সে রাজনৈতিক বহিরাগত (আউটসাইডার হিসেবে আকুফো-আদোর সঙ্গে নির্বাচনে যোগ দেন।তখনও তিনি কোনো সরকারি পদে না থাকলেও বুদ্ধিমত্তা ও ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বের জন্য রাজনীতিতে দ্রুত পরিচিতি এনে দেয়। বাওমুয়া ১৯৬৩ সালে ঘানার তামালে শহরে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি ১৮ সন্তানের মধ্যে ১২তম ছিলেন।ঘানার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে, তিনি যুক্তরাজ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।ব্যক্তিগত জীবনে তার স্ত্রী সামিরা এবং চারটি সন্তান জনক।বাওমুয়া বর্তমানে তার দল এনপিপি কে নিয়ে 'পসিবিলিটিজ বাস' নামক একটি প্রচারণা গাড়িতে ঘানা জুড়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন।
২০২২ সালের ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি ৫৪% পৌঁছায় এবং ঘানা আইএমএফ থেকে ৩০০ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।এ বিষয়ে বাওমুয়া বলেছেন, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা দল শুধু পরামর্শ প্রদান করেছিল, তারা কোনো সিদ্ধান্ত নেননি।
বাওমুয়া শুধু অর্থনীতির মানুষ নন, তিনি ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও বড় কাজ করেছেন। ঘানার ডিজিটাল খাত তার নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে। বিশেষ করে মোবাইল ফোন সংযোগ এবং অন্যান্য ডিজিটাল সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে।
শেষ পর্যন্ত, বাওমুয়া ঘানার প্রেসিডেন্ট পদে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন,এবং তার রাজনীতির জন্য আশাবাদ ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।তিনি তার নির্বাচনী প্রচারে বলছেন, "আমি যখন কোনো কিছু ঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারি না, তখন আমি তার ফল গ্রহণ করতে সাহসী। তবে আমি বিশ্বাস করি, আমরা সবাই মিলে বড় কিছু অর্জন করতে পারি।

১০০০ দিনে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ভবিষ্যৎ কী?

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এক হাজার দিন পূর্ণ হয়েছে। এক হাজার দিন পরেও বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়াই চলছে। এখনও কিয়েভে মাঝে মধ্যেই ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হচ্ছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে ডোনাল্ড ট্রাম্প বসার আগেই জো বাইডেন রাশিয়ায় মার্কিন রকেট হামলার অনুমতি ইউক্রেনকে দিয়ে দিয়েছেন। আর রাশিয়া হুমকি দিয়েছে, এরকম আক্রমণ হলে তার উপযুক্ত ও কড়া জবাব দেয়া হবে।
মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) মঙ্গলবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এক হাজার দিন পূর্ণ হয়েছে। এই যুদ্ধের ফলে ইউক্রেনের হাজার হাজার মানুষের প্রাণ গেছে। লাখ লাখ মানুষ বাইরের দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই ইউরোপে সবচেয়ে বড় সংঘাত।
তবে এর ফলে সামরিক দিক থেকে কার কত ক্ষতি হয়েছে তা দুই দেশের পক্ষ থেকেই গোপন রাখা হয়েছে। গোয়েন্দাদের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমা দেশগুলো যে হিসাব করেছে, তাতে এক দেশের হিসাবের সঙ্গে অন্য দেশের হিসাবের প্রচুর ফারাক রয়েছে। তবে সব রিপোর্টই বলছে, দুই পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রচুর মানুষ হতাহত হয়েছে।
ইউক্রেনের প্রতিটি অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই যুদ্ধের সময় শোক নেমে এসেছে। বড় শহর থেকে দূরের গ্রাম পর্যন্ত সব জায়গায় সামরিক অন্ত্যেষ্টি নিয়মিত হয়েছে, রাতেও বারবার সাইরেন বেজেছে। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করেছেন। ঘুমহীন রাত কাটিয়েছেন তারা।
জো বাইডেন রাশিয়ায় মার্কিন রকেট হামলার অনুমতি ইউক্রেনকে দিয়ে দিলেও ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে এসে এই নীতির পরিবর্তন করতে পারেন। সমর-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু এই পদক্ষেপ নিলে ৩৩ মাস ধরে চলা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির বদল হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প আসার পর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তিনি এবার এই যুদ্ধ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবেন?
এদিকে ক্রমশ শীত আসছে। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি রাশিয়া একদিনে ১২০টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ৯০টি ড্রোন দিয়ে আক্রমণ করেছে। তার আগ দিয়ে কিয়েভও মস্কোতে তাদের সবচেয়ে বড় ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রাশিয়ার গভীরে মার্কিন রকেট দিয়ে হামলার অনুমতি দেয়া, ইউক্রেনকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

রাশিয়ার দাবি
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি গত সপ্তাহে জানিয়েছেন, আগামী বছর কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তবে যে কোন আলোচনা শুরুর আগে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হবে এবং ইউক্রেনকে উপযুক্ত নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে হবে। ক্রেমলিন বলেছে, গত জুনেই প্রেসিডেন্ট পুতিন জানিয়ে দিয়েছিলেন, ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার উচ্চাশা বন্ধ করতে হবে। আর চারটি এলাকা থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু ইউক্রেন সেই প্রস্তাব পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে।

ইউক্রেন পরিস্থিতি
ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর দুই দেশের মধ্যে কোনও রকম আলোচনা হয়নি। সম্ভাব্য আলোচনার আগে দুই দেশই তাদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে চাইতে পারে। ইউক্রেন ও রাশিয়া চাইবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের আরো কিছুটা জমি দখল করে নিয়ে আলোচনায় বসতে। ইউক্রেন আবার আগস্ট থেকে রাশিয়ার কুরস্কের একটা অংশ দখল করে রেখেছে। সেখানে তারা সবচেয়ে দক্ষ সেনা পাঠিয়েছে। ইউক্রেনের দাবি, রাশিয়া তাদের ঠেকাতে সেখানে ৫০ হাজার সেনা পাঠিয়েছে। তাছাড়া তারা পূর্ব ইউক্রেনেও দ্রুত কিছু এলাকা দখল করতে চায়।

জনগণকে রক্ষায় ব্যাপক হারে 'মোবাইল বোম্ব শেলটার' বানাচ্ছে রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ চূড়ান্ত বিপজ্জনক পর্যায়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে রাশিয়া এবার ব্যাপক হারে বিকিরণ-প্রতিরোধী 'মোবাইল বোম্ব শেল্টার' বা 'ভ্রাম্যমাণ আশ্রয়স্থল' উৎপাদন শুরু করেছে। রুশ জরুরি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, 'কেইউবি-এম' নামের এ আশ্রয়স্থলটি একটি শিপিং কনটেইনারের মতো দেখতে।
আশ্রয়স্থলটি মানবসৃষ্ট বিভিন্ন হুমকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিকিরণ এবং শকওয়েভ থেকে রক্ষা করতে পারবে। রাষ্ট্রীয় ইনস্টিটিউটের মতে, 'কেইউবি-এম' বিকিরণ, ধ্বংসাবশেষ, যেকোনো ধরণের ধারাল বস্তু এবং আগুনের তাপ থেকে কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারে এবং রাশিয়ার উত্তর অঞ্চলে পারমাফ্রস্টেও স্থাপন করা যেতে পারে। পারমাফ্রস্ট হলো, পৃথিবীর পৃষ্ঠের ওপর বা নিচে একটি স্থায়ী হিমায়িত স্তর। এটি মাটি, নুড়ি এবং বালি নিয়ে গঠিত এবং সাধারণত বরফসহ একসঙ্গে আবদ্ধ থাকে। পারমাফ্রস্ট কমপক্ষে দুই বছর ধরে শূন্য তাপমাত্রা বা তার নিচে থাকে। ভ্রাম্যমাণ আশ্রয়স্থলটিতে ৫৪ জন লোকের থাকার ব্যবস্থা আছে, তবে অতিরিক্ত আরো সুবিধা যোগ করা যেতে পারে বলে ইনস্টিটিউট বলেছে। কিছু কর্মকর্তারা বলছেন, ইউক্রেনের যুদ্ধ চূড়ান্ত বিপজ্জনক পর্যায়ে যেতে পারে। তবে সেই আশঙ্কাতেই এ ধরনের আশ্রয়স্থল তৈরি করা হচ্ছে কি না, তা সম্পর্কে কিছু বলেনি ইনস্টিটিউটটি। এই ধারণা আরো জোরদার হয়েছে কারণ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন ইউক্রেনকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে আমেরিকান দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছে। আর এ অনুমতি দেওয়ার পরেই এমন ঘোষণা দিল রাশিয়া।
এদিকে ক্রেমলিন গতকাল সোমবার বলেছে, রাশিয়া বাইডেনের প্রশাসনের এই বেপরোয়া সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া জানাবে এবং সতর্ক করেছে, এমনটি ঘটলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ইরানে সাড়ে সাত হাজার বছরের পুরনো ধ্বংসাবশেষের সন্ধান

আপনজন ডেস্ক: ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ কোর্দেস্তানের সাড়ে সাত হাজার বছরের পুরনো ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রদেশের তালভার বাঁধে আংশিকভাবে নিমজ্জিত একটি সাইট কেশলাক তাপে'তে কাজ করা প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই সাংস্কৃতিক নিদর্শন উন্মোচন করেছেন।
বিজারের কেশলাক তাপেতে কাজ করা প্রত্নতাত্ত্বিক দলের প্রধান মাহনাজ শরিফি রোববার চতুর্থ ধাপের গবেষণা মৌসুম শেষ করার ঘোষণা দিয়েছেন। খবর বার্তা সংস্থা আইএসএনএ এর। তিনি জানান, সাইটের নীচের ঢালগুলি নিমজ্জিত থাকাকালীন শিখরটি খননের জন্য উপযুক্ত থাকে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৮	৫.৫২
যোহর	১১.২৭	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৩	

গাজায় ত্রাণবাহী শতাধিক ট্রাকে লুটপাট

আপনজন ডেস্ক: গাজায় জাতিসংঘের পাঠানো খাদ্যপণ্য বোঝাই ১০৯টি লরিতে লুটপাট হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা।
ইউএনআরডব্লিউএ-র সিনিয়র ইমারজেন্সি অফিসার লুইস ওয়াটারিজ রয়টার্সকে বলেছেন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সঙ্গে খাদ্যের ওই বহর নিয়ে আসছিলো তাদের সংস্থা। খাদ্যবাহী এই বহরকে অল্প সময়ের নোটিশে কেরেম শালোম সীমান্ত পেরিয়ে একটি অপরিচিত পথ ধরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ইসরায়েল।

ট্রাম্পের নতুন পরিবহনমন্ত্রী ফক্স নিউজের সঞ্চালক শন ডাফি

আপনজন ডেস্ক: সদ্য নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সরকারের পরিবহনমন্ত্রী হিসেবে উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের সাবেক প্রতিনিধি ও ফক্স বিজনেস নিউজের সঞ্চালক শন ডাফিকে মনোনীত করেছেন।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের তথ্যানুযায়ী, শেন ডাফির সিনেটে নিয়োগ অনুমোদন পেলে তিনি উড়োজাহাজ, গাড়ি, রেল, ট্রানজিট ও অন্যান্য পরিবহন সেবার নীতিমালার দায়িত্বে থাকবেন। পাশাপাশি, বাইডেন প্রশাসনের বরাদ্দ করা ১১০ বিলিয়ন ডলারের বাজেটও তার হাতে থাকবে।
২০২১ সালে বিগত প্রশাসন পরিবহন অবকাঠামো আইন সংস্কারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়, যার মধ্যে বিদ্যুৎচালিত গাড়ির চার্জিং স্টেশন নির্মাণের জন্য অর্থও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
পরিবহনমন্ত্রী হিসেবে ডাফির মনোনয়ন দেওয়ার পর ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে মহাসড়ক, টানেল, সেতু ও বিমানবন্দর পুনর্নির্মাণে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব, যোগ্যতা, প্রতিযোগিতা ও সৌন্দর্যকে অগ্রাধিকার দেবেন।
শনিবার সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে ডাফি লিখেছেন, আমি আপনাদেরকে পরিবহন খাতের সোনালি যুগে নিয়ে যেতে খুবই আগ্রহী।

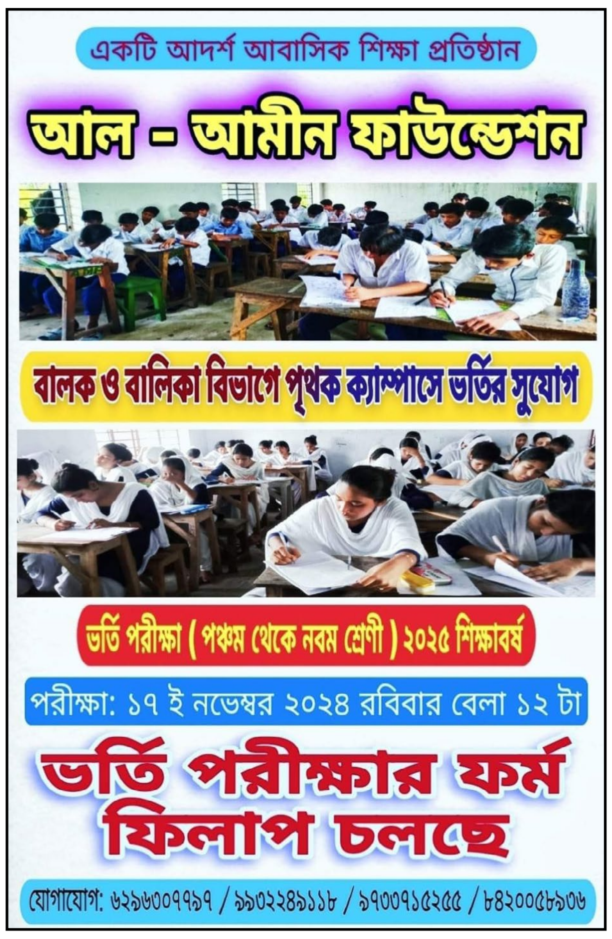

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩১৩ সংখ্যা, ৫ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ১৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

বন্ধুর পথ

সমস্যাবিহীন জীবন হইল পাঠছাড়া স্কুলের ন্যায়। অর্থাৎ, চলার পথে সমস্যা থাকিবেই। মুশকিল হইল, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান না করিয়া তাহা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা মহাসর্বনাশ ডাকিয়া আনে সর্বদাই। উপরন্তু, জুতসই সমাধান টানিতে না পারিলে নূতন নূতন সমস্যা হাজির হইয়া পরিস্থিতিকে অধিক জটিল ও কঠিন করিয়া তোলে। আজিকার বিশ্বের চিত্র কী? চর্তুদিক হইতে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরিয়া ধরিয়াছে নানাবিধ সমস্যা-সংকট। ইউক্রেন যুদ্ধ দুই বত্সরের গণ্ডি অতিক্রম করিতে যাইতেছে, তথাপি সংঘাত বন্ধের তথা সমাধানের কার্যকর রাস্তার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ইহার মধ্যে আবার নূতন সমস্যার উদয় ঘটিয়াছে হামাস-ইসরাইল সংঘাতের পিঠে চড়িয়া। অন্যান্য অঞ্চলও বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত। চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে ঘনীভূত এই সকল সংঘাত বিশ্বের জন্য যে কী ধরনের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে, তাহাই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিষয়। কাহার কারণে বা কোন পক্ষের দোষে সংঘাত বাধিতেছে, তাহা বড় প্রশ্ন নহে; পৃথিবী ক্রমাগত সংকটের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হইতেছে এবং তাহা হইতে উত্তরণের পথও অজানা—কঠিন বাস্তবতা ইহাই। গভীরভাবে লক্ষণীয়, একটি করিয়া সংকট ঘাড়ে চাপিতেছে এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি না পাইতেই নূতন প্রতিকূলতার মুখে পড়িতেছে বিশ্ব! ইহার ফলে জ্বালাইয়া মারিতে থাকা পূর্বের সমস্যা অধিক বন্ধুর, বিপৎসংকুল হইয়া উঠিতেছে নূতন সমস্যার আড়ালে ঢাকা পড়িয়া। সংঘাত-সংঘর্ষের গহ্বরে পরিণত হইয়া বিশ্ব যেন হইয়া উঠিতেছে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। ইহা তো মহাবিপদের পদধ্বনি! মনে রাখিতে হইবে, ইউক্রেন সংকটের কারণে বিশ্বব্যাপী মন্দাভাব পরিলক্ষিত হইতেছে দীর্ঘ সময় ধরিয়া। খাদ্যাভাব তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে ক্রমবর্ধমান হারে। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আবারও ইউক্রেনের শস্যভান্ডারে হামলা চালাইয়াছে রুশ সেনারা। ইউক্রেনের খাদ্যশস্য অবরুদ্ধ হইয়া যাইবার কারণে বিশ্ব এমনিতেই অবর্ণনীয় খাদ্যসংকটের সম্মুখীন বিধায় ইহা বৃহত্ সংকটের পূর্বাভাস হইয়া প্রতিঘাত করিতেছে সর্বময়। তাহা ছাড়া সংকট বাড়িলে জ্বালানির সংকট বাড়িবে অনিবার্যভাবে। এই যে সংকট, ইহা তো এক দিনে সৃষ্টি হয় নাই—যাহার নিরুপায় সাক্ষী গোটা বিশ্ব। এবং অসহায় বিশ্ববাসী ইহাও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, নূতন সংকটের উদয়ে অনেক বড় সংকট ঢাকা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে! ইহার ফলে কী ঘটিবে? বিশ্বকে ক্রমাগত আচ্ছাদিত করিবে সংকটের বেড়াজাল। অনিশ্চয়তার প্রহরে প্রলাপ গুনিবে ভুক্তভোগী বিশ্ব। পরিতাপের বিষয়, এই আশঙ্কাকে আমলে লইতেছি না আমরা, হাঁটিতেছি না সমাধানের পথে।

কোনো সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সেই সমস্যার শাখা-প্রশাখায় বিচরণ না করিয়া বরং মাটি খুঁড়িয়া উহার একদম গভীরে, শিকড়ে প্রবেশ করিতে হয়—ইহা গুণীজনের হিতোপদেশ। আমরা সমস্যা ঠিকই অনুধাবন করিতেছি, সমস্যায় জর্জরিত হইয়া অস্তিত্বের জ্বালামুখে রহিয়াছি; কিন্তু সংকটের রাস্তা খুঁজিয়া পাইতেছি না কিংবা সংকট উত্তরণে জোর চেষ্টা চালাইতেছি না! তাহা হইলে হিসাব কী দাঁড়াইতেছে? সমস্যা-সংকট কী জিয়াইয়া রাখিতে চাহিতেছি কোনো না কোনোভাবে? অথচ সংকট কাটাইতে না পারিলে উহা সকলকেই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিবে।

বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণে দেশে দেশে সমস্যা, সংকট বাড়িতেছে। উন্নয়নশীল বিশ্ব পড়িয়াছে মহাবিপদে। এইখানে সমস্যার অন্ত নাই। জাতীয় জীবনকে অস্থিতিশীল করিয়া তুলিতেছে নানামুখী সমস্যা। ব্যক্তিগত জীবনও বিপর্যস্ত হইতেছে নানাভাবে। এইভাবে চলিতে থাকিলে সভ্যতার সংকট শুরু হইবে—যাহার বীজ মাটি ফুঁড়িয়া বের হইবার উপক্রম! সুতরাং সহজ হিসাব হইল, সংকট যত বাড়িবে, বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা বাড়িবে তত অধিক। ইহার ফলে রক্ত ঝরিবে, সম্পদের অপচয় ঘটিবে এবং বিশেষ করিয়া বিশ্ব পড়িবে বুভুক্ষু পরিস্থিতির মুখে। অর্থাত্, আমরা যে মহাসংকটের পেটে চলিয়া যাইতেছি, তাহা হইতে মুক্তির রাস্তা একটাই—হানাহানির রাস্তা পরিহার করিয়া বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করা, মানবতার পথে হাঁটা। সমস্যা আড়াল করিলে কিংবা সমাধানের পথ এড়াইবার চেষ্টা করিলে তাহা কেবল সমাধানের সঙ্গে দূরত্বই বাড়াইবে।

• • • • • • • • • • • •

ইসরায়েলের আক্রমণ সামলে হিজবুল্লাহ যেভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে

হিজবুল্লাহকে এখন দুই ফ্রন্টে লড়াই করতে হচ্ছে। এক. ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করতে হচ্ছে। দুই. লেবাননের ভেতরে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ সামাল দিতে হচ্ছে। ১১ নভেম্বর হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে রেকর্ডসংখ্যক রকেট ও মিসাইল নিক্ষেপ করে। সাফেদ, এইকা ও হাইফা অঞ্চল, যেখানে উত্তরাঞ্চলের বেশির ভাগ লোক বাস করেন, সেসব জায়গায় হামলা করে হিজবুল্লাহ। লিখেছেন **পল খালিফে।**

হিজবুল্লাহকে এখন দুই ফ্রন্টে লড়াই করতে হচ্ছে। এক. ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করতে হচ্ছে। দুই. লেবাননের ভেতরে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ সামাল দিতে হচ্ছে।

১১ নভেম্বর হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে রেকর্ডসংখ্যক রকেট ও মিসাইল নিক্ষেপ করে। সাফেদ, এইকা ও হাইফা অঞ্চল, যেখানে উত্তরাঞ্চলের বেশির ভাগ লোক বাস করেন, সেসব জায়গায় হামলা করে হিজবুল্লাহ।

গত ১ অক্টোবর লেবাননে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে স্থল অভিযান শুরুর এক মাসের বেশি সময় পর হিজবুল্লাহ এত বড় আক্রমণ করল। প্রতিবছর ১১ নভেম্বরকে হিজবুল্লাহ তাদের ‘শহীদ দিবস’ হিসেবে পালন করে। ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের স্মরণেই দিনটি পালন করে আসছে হিজবুল্লাহ।

শহীদ দিবস উপলক্ষে হিজবুল্লাহর মুখপাত্র মোহাম্মদ আফিফ বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। এই শহরতলির বেশির ভাগটা ইসরায়েলি বিমান হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সাংবাদিকেরা খুব সাবধানে ধ্বংসস্তূপ আর বারুদের গন্ধের ভেতর দিয়ে লর্ড অব মর্টার কমপ্লেক্সে যান। এখানে দাঁড়িয়েই হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরুল্লাহ ভাষণ দিতেন। গত সেপ্টেম্বরে ইসরায়েলি হামলায় তিনি নিহত হন।

ইসরায়েলে আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং হিজবুল্লাহর দুর্গে সংবাদ সম্মেলন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রতীকী মূল্য রয়েছে। কেননা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ‘কৌশলগত ব্যবস্থার পরিবর্তন’ করা।

এই বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে, ‘প্রতিরোধের অক্ষের’ ভিত্তিমূল হিজবুল্লাহকে ধ্বংস করে ফেলা। কেননা হিজবুল্লাহ ইরাক, ইয়েমেন, সিরিয়া ও অন্য জায়গায় ইসরায়েলবিরোধী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা।

এসব প্রতীকী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে হিজবুল্লাহ তার শত্রু ও সমর্থক—দুই পক্ষকেই দেখাতে চায় যে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পরও তাদের শক্তি দৃঢ় আছে এবং তারা লড়াইয়ের প্রতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে হিজবুল্লাহর ওপর বড় বড় আঘাত এসেছে। তাদের যোগাযোগ নেটওয়ার্কে ডিভাইস বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে হাসান নাসারুল্লাহসহ শীর্ষ কয়েকজন নেতাকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। ইসরায়েলি বাহিনী হাজার হাজারবার বিমান হামলা করেছে এবং লেবাননে কয়েক হাজার সেনা পাঠিয়েছে। যদিও ইসরায়েলের সেনারা দক্ষিণাঞ্চলের একটি গ্রামও দখলে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে আফিফ বলেন, ‘আমাদের লড়াই করার একটা দৃঢ় ইচ্ছা আছে। আর আমরা একটা দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য নিজেদের পুনর্গঠিত করছি, প্রস্তুতি নিচ্ছি।’ এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন, ‘এই যুদ্ধ প্রতিরোধের ভাগ্য এবং লেবানন ও মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।’

১৩ নভেম্বর দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের আক্রমণে নয়জন ইসরায়েলি সেনা নিহত হন।

হাসান নাসরুল্লাহর নিহত হওয়ার পর যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে হিজবুল্লাহ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। নাইম কাশেমকে দলের প্রধান নির্বাচিত করার পর হিজবুল্লাহর নেতৃত্ব পর্যায়ে পুনর্গঠন শুরু হয়। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় যেসব কমান্ডার নিহত হয়েছেন, তাঁদের জায়গায় নতুন কমান্ডার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গত মাসে হিজবুল্লাহর নতুন মহাসচিব কাশেম তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বলেন, ‘সব শূন্য পদ পূরণ করা হয়েছে।’

হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের প্রতিদিনই রকেট ও ড্রোন হামলা অব্যাহত রাখতে পেরেছে। সম্প্রতি তারা ৩০০ কিলোমিটার পাল্লার এবং ৫০০ কেজি বিস্ফোরক বহনে সক্ষম অত্যাধুনিক ফাতেহ-১০০ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে সক্ষম হয়।

অন্যদিকে ইসরায়েলি বাহিনী, লেবাননের বেশ কয়েকটি সীমান্ত শহরের দিকে অগ্রসর হয়েছে। তারা হিজবুল্লাহ টানেল ও অস্ত্রভান্ডার ধ্বংস করার দাবি করেছে। কিন্তু তারা এসব শহরে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এ মাসের শুরুতে খিয়াম শহর থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে। একইভাবে হিজবুল্লাহ তাদের মিসাইল হামলা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ চাপ

লেবাননের ভেতরে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপের কারণে হিজবুল্লাহর কাজ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম ও অগ্রাধিকারের দায়িত্ব হলো, ইসরায়েলের আক্রমণের কারণে যে ১০ লাখ মানুষ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়েছে, তাদেরকে পুনর্বাসন করা। কেননা এই বাস্তুচ্যুত লোকেরা এখন চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছে। বিষয়টি আগে থেকে অনুমান করেই হিজবুল্লাহ প্রচুর পরিমাণে খাবার, বিছানা, কম্বল, ওষুধসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত করেছিল। কিন্তু ইসরায়েলি বিমান হামলায় সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ছাড়া পেজার ও ওয়াকিটকি নেটওয়ার্কে বিস্ফোরণে হিজবুল্লাহর সামাজিক কর্মকাণ্ড ও চিকিৎসাসেবার সঙ্গে যুক্ত অনেক কর্মী আহত হন। এসব কর্মীকেই সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুত লোকদের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া ছিল। এ কারণেই ইসরায়েলি হামলার শুরুর দিনগুলোতে হাজার হাজার লেবাননিকে রাস্তায় তাঁবুতে রাত কাটাতে হয়েছে।

সেই পরিস্থিতির এখন খানিকটা উন্নতি হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, হিজবুল্লাহ এ কাজের জন্য তাদের লোকদের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করেছে। একই সঙ্গে এনজিওগুলোর সহায়তায় লেবানন সরকার বাস্তুচ্যুতদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি প্রচেষ্টা দরকার।

হিজবুল্লাহ তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের দিক থেকেও ক্রমাগত সমালোচনার মুখে পড়েছে। বিশেষ করে লেবাননের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতারা যুদ্ধের জন্য হিজবুল্লাহকে দায়ী করে যাচ্ছে। লেবাননের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন স্বতন্ত্র পার্লামেন্ট সদস্য একটি সংবাদমাধ্যেমে বলেন, ‘পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতেরা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির রাষ্ট্রদূতেরা হিজবুল্লাহকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে লেবাননে হিজবুল্লাহর শত্রুদের উৎসাহিত করছে।’

লেবাননের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফারেস বুয়েজ। মধ্যপন্থী এই রাজনীতিবিদ ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের। তাঁর মতে, লেবানন গঠন হয়েছে দেশটির বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে। এটি ঐকমত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখন কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় তার স্বাভাবিক ভূমিকার চেয়ে বেশি ভূমিকা নেয়, তখন সেই ভারসাম্যটা নষ্ট হয়।’

লেবাননের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন বাড়া সত্ত্বেও বোয়েজ লেবাননের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বড় আকার ধারণ করেনি বলে মনে করেন। তিনি বলেন, বাস্তুচ্যুত মানুষদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে একটা জাতীয় সংহতি তৈরি হয়েছে। বিভক্তি আছে, এটা সত্য। কিন্তু সেটা এতটা নগণ্য যে জাতীয় ঐক্যে চিড় ধারতে পারবে না।’

লেবাননের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এখনো বড় কোনো ফাটল তৈরি হয়নি। হিজবুল্লাহ এখনো ইসরায়েলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু। কিন্তু যুদ্ধ যত দীর্ঘ হবে, লেবাননের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে উত্তেজনা ততই বাড়তে থাকবে।

পল খালিফে, লেবাননের সাংবাদিক ও বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

হামলা রুখতে বাড়ির সামনে বাঙ্কার বানালেন মণিপুরের মন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে ভারতের মণিপুর রাজ্য। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়াচ্ছে ওই রাজ্যে।

বিক্ষোভকারীদের রোষের মুখ থেকে বাদ পড়ছেন না রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়কেরা। অনেক বিধায়কের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ। এহেন পরিস্থিতিতে হামলার হাত থেকে বাঁচতে মণিপুরের এক মন্ত্রী নিজের বাড়ির সামনে বাঙ্কার তৈরি করলেন। শুধু তা-ই নয়, তার দাবি, আত্মরক্ষার জন্য বাড়িতে অস্ত্রও মজুত রেখেছেন!

মণিপুরের জনস্বার্থ ও কারিগরি মন্ত্রী তথা খুরাইয়ের বিধায়ক লেইশাংথেম সুসিন্দ্র মেইতেই তার বাড়িতেই একটি বাঙ্কার তৈরি করেছেন। কেন তিনি এমন কাজ করেছেন? লেইশাংথেমের জবাব, ‘পরিস্থিতি ভালো নয়। আমার আপ্তসহায়ক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। এমনকি নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ জওয়ানও আক্রান্ত। আমাদের তাই এখন নিজেদেরই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই কারণেই আমি বাড়ির সামনে বাঙ্কার বানিয়েছি। আমরা চাই শান্তি ফিরুক।’ গত সোমবার জিরিবামে অসম সীমানা লাগোয়া অঞ্চল থেকে অপহরণ করা হয়েছিল ছ’জনকে।

অভিযোগের তির উঠেছিল কুকি গোষ্ঠীর দিকে। দিনকয়েক পর নদীতে ছয়টি মৃতদেহ ভেসে আসে। এ নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয়। নদীতে মৃতদেহ মেলার পর থেকেই দিকে দিকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে মেইতেই গোষ্ঠী। প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, শনিবার সে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী গোবিন্দদাস কণ্ঠৌজাম, বিজেপি বিধায়ক ওয়াই রাধেশ্যাম, বিজেপি বিধায়ক পাওনাম ব্রজেন, কংগ্রেস বিধায়ক টিএইচ লোকেশ্বরের বাড়িতে আগুন ধরানো হয়। ওই সময় মন্ত্রী, বিধায়ক এবং তাদের পরিবারেরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে বিক্ষোভকারীরা প্রথমে জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন। বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন বলে অভিযোগ। ইম্ফল পূর্ব জেলার লুয়াংশাংবামে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহের পৈতৃক বাড়িতে হামলার অভিযোগও ওঠে।

এশিয়ায় চিনের মোড়লগিরি কীভাবে রুখবে আমেরিকা

ব্রহ্ম চেলানি

এক দশকের বেশি সময় ধরে চীন ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক হাইব্রিড যুদ্ধের কৌশল ব্যবহার করে দক্ষিণ চীন সাগরে তার ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে আসছে। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের জন্য এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে।

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ‘চীনা স্বপ্ন’ বিশ্ব নেতৃত্বের ওপর আধিপত্য বিস্তারের ওপর নির্ভরশীল। এর জন্য চীনকে দক্ষিণ চীন সাগরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ভারতীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী অবস্থানের অবসান ঘটাতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে চীন বলপ্রয়োগমূলক কৌশল প্রয়োগেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের স্বাধীনতাকে চীন অস্বীকার করে আসছে এবং এই দেশ দুটির নৌযানগুলো চীনা বাধার মুখে পড়ছে। এমনকি চীনা জাহাজ থেকে নৌযানগুলো জলকামান হামলা ও ব্লেড-অস্ত্রের আক্রমণের শিকার হয়েছে।

দেশ দুটি তাদের উপকূলে খনিজ সম্পদ আহরণ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। চীন এই দুটি দেশের জলসীমাকে নিজের বলে দাবি করে থাকে। এ কারণে সেখানে মাছ ধরতে গেলে চীনা হামলার মুখে পড়তে হয়। এই সংঘাত আঞ্চলিক উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ পথে স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে। ফিলিপাইনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা চুক্তি আছে। এ কারণে চীনের এই আচরণকে নিয়ন্ত্রণে আনতে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু ওবামা, ট্রাম্প এবং জো বাইডেন—এই তিন প্রশাসনই ফিলিপাইনের প্রতি সমর্থনসূচক বিবৃতি দেওয়া ও কিছু প্রতীকী পদক্ষেপ নেওয়ার বাইরে কিছুই করেনি। ২০১২ সালে চীন ফিলিপাইনের কাছ থেকে বিরোধপূর্ণ স্কার্বোরো শোল নামের একটি দ্বীপ দখল করে নিলেও ওবামা চীনকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেননি।

ফিলিপাইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পূরণে এটিই যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ব্যর্থতা, তা মোটেও নয়। ১৯৯৫ সালে চীনের সেনারা ফিলিপাইনের মিসচিফ রিফ নামের দ্বীপটি দখল করতে গেলে চীনা বাহিনীকে প্রতিহত করতে ফিলিপাইন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু সে সময়কার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ফিলিপাইনে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রাখার অধিকার তিন বছর আগে বাতিল হওয়ায় বিরক্ত হয়ে ফিলিপাইনকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানান। বর্তমানে মিসচিফ রিফ একটি গুরুত্বপূর্ণ চীনা সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।

এভাবে চীন যতই পার পেয়েছে, ততই তার সাহস বেড়েছে। স্কার্বোরো শোল দখলের পর সি চিন পিং ভূমি পুনর্দখলের কার্যক্রম শুরু করেন এবং দক্ষিণ চীন সাগরে ১ হাজার ৩০০ হেক্টর (৩ হাজার ২০০ একর) নতুন ভূমি তৈরি করেন। এই ভূমির মধ্যে সাতটি কৃত্রিম দ্বীপ রয়েছে। দ্বীপগুলো বর্তমানে সামনের সারির ঘাঁটি হিসেবে কাজ করছে।

চীন বিরোধপূর্ণ দ্বীপগুলোতে ২৭টি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছে। এগুলোর প্রতিটিই স্বল্পপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, নজরদারি সরঞ্জাম, রাডার সিস্টেম এবং লেজার ও জ্যামিং যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। বড় দ্বীপগুলোতে বিমান হ্যাঙ্গার, রানওয়ে এবং গভীর পানির বন্দরও রয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগরের ভূরাজনৈতিক মানচিত্র একতরফাভাবে পরিবর্তন করে চীন নিশ্চিত করছে, এই অঞ্চলে ক্ষমতা দেখানোর বিশেষ সুবিধা তার রয়েছে।

চীন ধীরে ধীরে ফিলিপাইনের নিরাপত্তা খর্ব করেছে। এমনকি ফিলিপাইনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (ইইজেড) মধ্যকার জায়গাতেও ফিলিপাইনের নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করেছে। এরপরও যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র ফিলিপাইনকে ‘অটল’ প্রতিরক্ষা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। গত বছরের শেষের দিকে বাইডেন প্রশাসন ঘোষণা করেছিল, দক্ষিণ চীন সাগরের যেকোনো স্থানে ফিলিপাইনের সামরিক বাহিনী, উপকূলরক্ষী, বিমানবাহিনী বা সরকারি জাহাজের বিরুদ্ধে কোনো সশস্ত্র আক্রমণ হলে তা যুক্তরাষ্ট্র-ফিলিপাইন প্রতিরক্ষা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মোকাবিলা করা হবে। কিন্তু বাস্তবে চীন এখনো কোনো শাস্তি পায়নি এবং তার আচরণে কোনো পরিবর্তনও হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের কথা ও কাজের মধ্যে এই বড় ফারাকের কারণ কী? এর কারণ প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র আপাতত চীনের সঙ্গে সংঘাতে যেতে চায় না। বিশেষ করে যখন তাদের সম্পদ ও মনোযোগ ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের মতো বিষয়গুলোতে ব্যস্ত রয়েছে, ঠিক সে সময় চীনের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোকে তারা বাড়তি ঝামেলা মনে করে। যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ চীন সাগরের সার্বভৌমত্বের বিরোধে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। কারণ, সেখানে তার নিজস্ব কোনো ভূখণ্ডগত দাবি নেই। এমনকি জাপানের নিয়ন্ত্রিত সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা চীন দাবি করার পরও চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কোনো কড়া ব্যবস্থা নেয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট করেছে, জাপানের সঙ্গে তাদের নিরাপত্তা চুক্তি সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং তারা ‘জাপানের প্রশাসনকে দুর্বল করবে, এমন কোনো একতরফা পদক্ষেপ’ মেনে নেবে না। ফিলিপাইনের ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের ঘোষণা দেওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্রের বলা উচিত, ফিলিপাইনের সঙ্গে তাদের নিরাপত্তা চুক্তি সেসব এলাকার প্রযোজ্য হবে, যেগুলো বর্তমানে ফিলিপাইনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এর মধ্যে সেকেন্ড থমাস শোলও অন্তর্ভুক্ত আছে, যেটি কিনা চীন অবরোধ করার চেষ্টা করছে।

যুক্তরাষ্ট্র তার এই অবস্থানের সমর্থনে ২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক সালিসি ট্রাইব্যুনালের রায়ের কথা উল্লেখ করতে পারে। সে রায়ে বলা হয়েছিল, দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের ভূখণ্ডগত দাবির কোনো আইনি ভিত্তি নেই এবং ফিলিপাইনের ইইজেডের মধ্যে চীনের কর্মকাণ্ড ফিলিপাইনের সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তবে চীন ওই রায়কে যেভাবে উপেক্ষা করেছে, তা থেকে বোঝা যায়, আন্তর্জাতিক আইন দিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা যাবে না। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে শুধু বক্তৃতাবাজি করলে হবে না। বক্তব্যের সমর্থনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ব্রহ্ম চেলানি নয়াদিল্লিভিত্তিক সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের প্রফেসর ইমেরিটাস এবং বার্লিনের রবার্ট বোশ একাডেমির ফেলো

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

প্রথম নজর

নকশাল কর্মীদের স্মরণসভা বোলপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার বোলপুর এলাকার মুলুক গ্রামের চারজন কৃষককে নৃশংস ভাবে খুনের ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে ওঠে এলাকা। দিনটা ছিল ১৯৮৭ সালের ১৯-শে নভেম্বর। জানা যায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সেদিন সিপিএমের হাতে শহীদ হন চারজন নকশালপন্থী কৃষক কর্মী। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুত্রকে বাঁচাতে গিয়ে পিতাকেও খুন হতে হয়। সেদিনের বিভৎস দৃশ্য আজও গ্রাম সহ জেলাবাসীর মনে নাড়া দেয়।সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবছর দিনটি নকশালদের পক্ষ থেকে স্মরণসভা পালিত হয়ে থাকে।এবছরও নকশালপন্থী সংগঠন সিপিআইএম এল,নিউ ডেমোক্রেসি র উদ্যোগে যথাযথ ভাবে স্মরণ করা হয়। শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শহীদ পরিবারের লোকজন সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। শহীদের পরিচয়ে জানা যায় বোলপুর এলাকার মুলুক গ্রামের সেখ জিয়াউদ্দিন,সেখ মান্নান,সুধীর ঘোষ ও নির্মল ঘোষ। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক শৈলেন মিশ্র। তিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে বলেন-"জাস্টিস ওয়াজ ডিলেট, বাট নট ডিনায়েড"।এছাড়াও বলেন দীর্ঘ ২২ বছর লড়াইয়ের পর ২০০৯ সালের ৩১-শে মার্চ সিপিএমের ৪৬ জন কর্মীর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করেন আদালত। ৪৭ সালের পরবর্তীতে ভারতে একসাথে এত জনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত হয়নি। সেই অর্থে মুলুক হত্যাকাণ্ডের রায় একটি ঐতিহাসিক রায় বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন দলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় চারটি পরিবারের ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। সেখানে বিচারপতি পরিবার প্রতি দুই লক্ষেরও বেশি টাকা ক্ষতি পূরণ দেওয়ার আদেশ দেন এবং সেটা আদায়ও হয়েছে বলে জানান।

আবাসের ঘর ফিরিয়ে দিলেন পঞ্চায়েত সদস্য

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: চারিদিকে শাসক দলের পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের নেতা নেত্রীদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উঠছে। এমনকি এমনও অভিযোগ রয়েছে পাকা বাড়ী থাকা সত্বেও আবারও দ্বিতীয় বার নতুন করে আবাস যোজনার বাড়ি নিতে দেখা গেছে। সে ক্ষেত্রে এবার এক ভিন্ন চিত্র দেখা গেলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার বিধান কেন্দ্রে। গত কয়েক বছরে র আগের তুলনায় এখন কিছুটা স্বচ্ছল,তাই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সরকারি ঘর ফিরিয়ে দিয়ে নজির তৈরি করলেন ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের বাসুল ডাঙ্গা পঞ্চায়েতের ১৭৯ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেস দলের পঞ্চায়েত সদস্য এনায়েত হোসেন মোল্লা (বাবলু)। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে ডায়মন্ড হারবার বাসুল ডাঙ্গা পঞ্চায়েত সদস্য হন। কিন্তু তার আর্থিক অবস্থার তেমন কোনও উন্নতিতো হয়ইনি। তবুও আবাস যোজনার ঘর ফিরিয়ে দিয়েছেন। সদস্য এনায়েত হোসেন তিনি বলেন পূর্বে আমার আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকার জন্য আবাস যোজনায় নাম তোলার জন্য আবেদন করেছিলাম,বর্তমানে আমার নাম আবাস যোজনার তালিকায় নাম নতিভুক্ত হয়। কিন্তু বর্তমানে আমার এক পুত্রের একটি ভালো কাজের সুবাদে আর্থিক অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল হয়,এবং একটি পাকা বাড়ি বানাতে সক্ষম হই। সুতরাং আমি আমার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য ডা: হা: ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন অধিকরিকের কাছে আবেদন ও দরখাস্ত করেছি। কারণ আমাদের থেকেও এই বুথে গরীব মানুষ এলাকায় রয়েছে, সেই কারণে আমরা এই ঘর ফিরিয়ে দিয়েছি। তিনি আরো বলেন আমি পঞ্চায়েত সদস্য হয়েছি মানুষের কাজ করার জন্য। সেখানে আমিই যদি সরকারি সুবিধে নিই আর আমাদের থেকেও আর্থিক দিক থেকে দুর্বলরা পরিষেবা না পান, তাহলে কেমন হয়?। চারিদিকে শাসক দলের পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উঠছে। সেসময় ডায়মন্ড হারবার এ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য এনায়েত হোসেন সুনাম গোটা পঞ্চায়েত এলাকাতেই ছড়িয়ে পড়েছে।

'দ্রোণাচার্য' পুরস্কার কোতুলপুরের শিক্ষককে

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

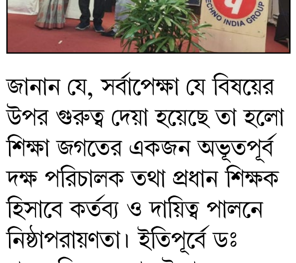

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'কোতুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়'- এর প্রধান শিক্ষক ডঃ প্রসেনজিৎ সরকার, যিনি শিক্ষা ও সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।১৪ নভেম্বর ২০২৪ -এ সেই সুপরিচিত মানুষটিকে "টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ এণ্ড টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভারসিটি" থেকে "দ্রোণাচার্য পুরস্কার" প্রদান করে সম্মাননা ও অভিনন্দন জানানো হয়। উল্লেখ্য বিশ্ব বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-এ এই মনোরম অনুষ্ঠানটি সূচিত হয়। কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জানা যায় যে,স্বনামধন্য ব্যক্তিটির আদ্যোপান্ত বিচার বিশ্লেষণ করেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। আরও জানান যে, সর্বাপেক্ষা যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো শিক্ষা জগতের একজন অভূতপূর্ব দক্ষ পরিচালক তথা প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাপরায়ণতা। ইতিপূর্বে ডঃ প্রসেনজিৎ সরকার ইন্দাস ব্লকের 'মঙ্গলপুর উচ্চ বিদ্যালয়'- এর ভূগোল শিক্ষক পদে আসীন ছিলেন,অতঃপর 'ছোট গোবিন্দপুর এসএনপাঁজা হাই স্কুল'-এর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে দালাল চক্র গজানোর অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গ্রামীণ হাসপাতালে দালাল চক্রের অভিযোগ। সরকারি স্বীকৃত প্রাপ্ত ল্যাবে কম খরচে রক্ত পরীক্ষা না করিয়ে বেসরকারি একটি ল্যাবে ৬৭০ টাকায় রক্ত পরীক্ষা করতে নিয়ে যান হাসপাতাল চত্বরে থাকা সুশান্ত সিংহ নামে এক ব্যক্তি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাক-বিতণ্ডে জড়িয়ে পড়েন রোগীর পরিবার ও ওই ব্যক্তি। পরবর্তীতে পুরো বিষয় জানিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান রোগীর স্ত্রী। অন্যদিকে মালদা মেডিকেল চত্বরে বেআইনিভাবে ওষুধ বিক্রির অভিযোগ ইতিমধ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। মেডিকেল সূত্রে জানা যায় বর্হিবিভাগের সামনে এক ব্যক্তিকে বেআইনিভাবে ওষুধ বিক্রি করতে হাতেনাতে ধরেন নিরাপত্তারক্ষীরা। কোনোমতে ওষুধ ফেলে পালিয়ে যান ওই ব্যক্তি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি মালদা মেডিকেলে বেআইনিভাবে ওষুধ বিক্রি চক্র গজিয়ে উঠেছে।
হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালের ঘটনা বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালে একটি দালাল চক্র কাজ করছে। হাসপাতালে আসা রোগীদের এই ভাবেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বেসরকারি বিভিন্ন ল্যাব গুলিতে। বিনিময়ে একটি কমিশন পেয়ে থাকেন দালালেরা। বিষয় সম্পর্কে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুরি বলেন, অবশ্যই দালাল চক্র কাজ করছে এখানে। এই বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি এই বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপারের সাথে তিনি কথাও বলেছেন বর্তমানে বুলবুলচন্ডী আর এন রায় হসপিটালের চত্বরে কোন বাউন্ডারি যার ফলে অনেকেই হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে পড়ছে সে ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে অনুভূতি পেলেই হাসপাতাল দপ্তরে বাউন্ডারি দেওয়া হবে। রোগীর স্ত্রী দময়ন্তী বর্মন বলেন, প্রচণ্ড জ্বর অবস্থায় স্বামীকে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে আসি। জরুরি বিভাগে আমার স্বামীকে নিয়ে আসা মাত্রই সেখান থেকে এক ব্যক্তি এসে বাইরের বেসরকারি একটি ল্যাবে রক্ত পরীক্ষা করতে নিয়ে যায়। রক্ত পরীক্ষার জন্য সেখানে ৬৭০ টাকা নেওয়া হয়েছে। লোকটিকে দেখে প্রাথমিকভাবে হাসপাতালেরই কোন স্টাফ বলে মনে হয়েছিল। সেই কারণেই ওনার কথা মত গিয়েছিলাম। পরবর্তীতে হাসপাতাল থেকে জানতে পারি এই পরীক্ষা হাসপাতালে স্বীকৃত ল্যাবে করলে কম পয়সায় হয়ে যেত। এরপর এই বিষয়ে ওই ব্যক্তিটিকে ডেকে বলতেই প্রচন্ড বাক বিতণ্ড সৃষ্টি হয়। পুরো বিষয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে।
জেলা মুখ্য শাস্ত্র আধিকারিক বলেন, হাসপাতালের সঙ্গে একটি বেসরকারি সংস্থার চুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন টেস্ট কম খরচে করানোর ব্যবস্থা রয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে রোগীর আত্মীয়রা ছাড়াও অনেকেই বহিরাগত প্রবেশ করছে হাসপাতালে চারিদিকে বাউন্ডারি ওয়াল নেই যার ফলে অনেকেরই আনাগোনা হচ্ছে। এই বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর কে আমরা বিষয়টি বাউন্ডারি হাসপাতালে ঘিরে ফেলার জন্য আবেদন করেছি আবেদন মঞ্জুর হলেই আমরা হাসপাতালে বাউন্ডারি ওয়াল গেথে দিবো। পাশাপাশি জেলা পুলিশ প্রশাসনকেও এই দালাল চক্র বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

৮৭কোটি ব্যয়ে সিউড়ি পুরসভায় জল প্রকল্পের সূচনা সাংসদ শতাব্দীর

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার সিউড়ি পৌরসভার উদ্যোগে আমরুত ২ জল সরবরাহ প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করা হয় সোমবার। পৌরসভা এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এনিয়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীদের ও বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে।খোদ সাংসদ শতাব্দী রায়ও বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন। উল্লেখ্য, সিউড়ী পৌরসভা এলাকায় জল সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই জল সমস্যার জেরে বারংবার প্রশাসন এবং পৌরসভার দারস্থ হয়েছেন সাধারণ মানুষ । তবে তাতেও হয়নি কোন সুরাহা । তবে এবার আমরুত ভারত প্রকল্পের আওতায় থাকা ৪টি জলের ট্যাংক ও পাইপ লাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে । ৮৭ কোটি ৪লক্ষ টাকা ব্যয়ে হতে চলেছে এই প্রকল্পের কাজ ।১৮ নভেম্বর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারই শিল্যান্যাস করা হয়। সেখানেই এবার জল সমস্যার জেরে পৌরসভা এলাকায় ভোট কমার ইঙ্গিত দিলেন তিনি। তবে সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি জল সমস্যার পাশাপাশি আরও কিছু সমস্যা আছে বলে জানান।
যার জন্য তিনি বলেই ফেলেন এখানে আসতে ভয় লাগে।
এছাড়াও বলেন সমস্যা আরো অনেক কিছুই আছে তবে সিউড়ির মানুষ প্রথম থেকেই জলের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সেটা একটা কারণ হতে পারে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়, জেলা শাসক বিধান রায়, সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চ্যাটার্জি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।
অন্যদিকে, কেন্দ্রের প্রকল্পে কেবল রাজ্যের উল্লেখ , কিন্তু সেখানে নাম নেই কেন্দ্রের তা নিয়ে শতাব্দীর মন্তব্য," ওখানে ৫০% শেয়ার আমাদেরও আছে।
অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গে তার মন্তব্য, এখনো কোন তারিখ ঠিক নেই, বা দেখা করার বিষয় নেই।দেখা হলে হবে।

বাড়ছে দুষ্কৃতী তাণ্ডব, লক্ষ্মণপুর গ্রামে পুকুরে বিষ দিয়ে মারা হচ্ছে মাছ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: বাড়ছে দুষ্কৃত তান্ডব,বহরমপুরের লক্ষ্মণপুর এলাকায় রাতের অন্ধকারে পুকুরে বিষ দিয়ে এক ব্যক্তির প্রায় সাড়ে ছয় বিঘা পুকুরের মাছ মেরে দিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এলাকায় বেড়েই চলেছে দুষ্কৃতী তান্ডব, অত্যাচার বাড়ছে সাধারণ মানুষের উপর, অসহায় হয়ে নীরবে চোখের জল ফেলছে মানুষ,নিরব পুলিশ প্রশাসন, অভিযোগ স্থানীয়দের।
জানা যায়, নবগ্রামের মুকুন্দপুর এলাকার হযরত সেখ নামে এক ব্যক্তি বহরমপুরের নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলের লক্ষ্মণপুর এলাকায় প্রায় সাড়ে ছয় বিঘা এক পুকুর মাছ চাষের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। আর সেই পুকুরে নিজের সবটুকু দিয়ে মাছ চাষ শুরু করেছিলেন। অভিযোগ সেই পুকুরে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা বিষ দিয়ে দেয়। মাছ চাষি হযরত জানান, অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার সকালে পুকুর দেখতে গিয়ে দেখেন পুকুরে প্রচন্ড দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে আর পুকুরের মাছ মরে ভাসছে। এলাকাবাসীর দাবি দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী হজরত সেখ, এর ফলে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি। ফলে তার উপর যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ঘটনায় বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মাছ চাষি।
এদিকে এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এলাকাবাসী।
স্থানীয়দের অভিযোগ এলাকা সহ আসাপাসে এলাকায় বাড়ছে দুষ্কৃতী তান্ডব। মাটি মাফিয়া থেকে শুরু বিভিন্ন বেআইনি কর্মকাণ্ডে বাড়বাড়ন্ত দুষ্কৃতীদের ,অসহায় সাধারণ মানুষ,তা সত্ত্বেও নিরব পুলিশ প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর বলেও অভিযোগ।
পেশায় আইনজীবী আতাউর রহমান বলেন এলাকায় সাধারণ মানুষের উপর বাড়ছে দুষ্কৃতীদের অত্যাচার। অসহায় হয়ে নীরবে চোখের জল ফেলছেন মানুষ। এলাকায় মাটি মাফিয়া থেকে বেআইনি কার্যকলাপ বাড়লেও নিরব পুলিশ প্রশাসন।
আওলাদ হোসেন নামে এক এলাকাবাসী জানান এগুলো দুষ্কৃতীদের কাজ, এখানে যারা অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা চিরদিনই এই কাজ করে আসছে। সরকার সাহায্য করলে ছেলেটি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।
এ বিষয়ে বহরমপুরের মহকুমা শাসক শুভঙ্কর সরকার জানান, দুষ্কৃতী তান্ডব নিয়ে কোন অভিযোগ না থাকায় বিষয়টি জানা ছিল না, দেখছি বিষয়টি আমরা।

আলিয়ার নিউটাউন ক্যাম্পাসে ন্যাক দল

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউটাউন ক্যাম্পাসে ন্যাক পরিদর্শক দল

ন্যাক পরিদর্শক দলকে স্বাগত জানাচ্ছেন পিবি সালিম।

মারুফা খাতুন ● নিউ টাউন

আপনজন: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাক পরিদর্শন শুরু হল মঙ্গলবার। এদিন প্রথম দিনের পরিদর্শনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ টাউন ক্যাম্পাসে ন্যাক পরিদর্শক দল কথা বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স কমিটি, রেজিস্ট্রার, অ্যান্টি ব্যাগিং কমিটি, ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটি, অ্যাডমিশন সেল, পরীক্ষা নিয়ামক অফিসে গিয়ে। তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট নেন। আলিয়ার বিভিন্ন শাখা ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, এমবিএ, ফিজিক্স প্রভৃতি বিভাগ পরিদর্শন করে ন্যাকের দল। তারা নিউ টাউন ক্যাম্পারে মূল লাইব্রেরিতেও যান। এদিন ন্যাক পরিদর্শক দলকে অভ্যর্থনা জানান সংখ্যালঘূ দফতরের সচিব পিবি সালিম। তিনি ছাড়াও ছিলেন সংখ্যালঘূ দফতরের সচিব জিএইচ ওবায়দুর রহমান, স্পেশাল কমিশনার শাকিল আহমেদ প্রমুখ।
আলিয়া সূত্রে জানা গেছে, ন্যাক পরিদর্শক দল আজ বুধবার তালতলা ক্যাম্পাস ভিজিট করবে। তারপর যাবে পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে। সেখানে একটি সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও তারা হাজির থাকবেন বলে জানা গেছে। এরপর বৃহস্পতিবার শেষ দিনে পুনরায় নিউ টাউন ক্যাম্পাসে অবশিষ্ট পরিদর্শনের পর ন্যাক দল তাদের রিপোর্ট তৈরি করবেন বলে জানা গেছে।

লঞ্চ থেকে যাত্রীর ঝাঁপ হুগলি নদীতে

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ড হারবার

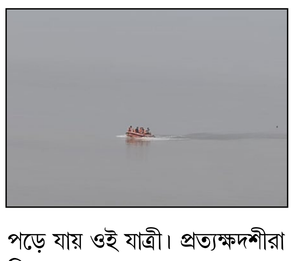

আপনজন: ডায়মন্ড হারবারের লঞ্চ থেকে হুগলি নদীতে ঝাঁপ দিল এক যাত্রী। নিখোঁজ যাত্রীর খোঁজে হুগলি নদীতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।
এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যায় ডায়মন্ড হারবার থেকে কুঁকড়াহাটি ফেরী লঞ্চ থেকে এক যুবক ঝাঁপ দেয় হুগলি নদীতে। ডায়মন্ড হারবার থেকে রওনা দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে বছর তিরিশের ওই যুবক হুগলি নদীতে ঝাঁপ দেয়।
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ডায়মন্ড হারবার থেকে যখন ওই লঞ্চটি কুঁকড়াহাটির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল সেই সময় ডায়মন্ড হারবার ফকির চাঁদ কলেজের গঙ্গা প্ল্যান্টেশন প্রজেক্ট এর কাছে ওই বছর ৩০ এর ওই যাত্রী লঞ্চে জানলা থেকে নদী জল তোলার চেষ্টা করছিল। সেই সময় অসাবধানতাবশত হুগলি নদীতে পড়ে যায় ওই যাত্রী। প্রত্যক্ষদশীরা চিৎকার শুরু করায় লঞ্চের চালক লঞ্চটি পুনরায় ঘুরিয়ে ঘটনাস্থলে নিয়ে এলে ততক্ষণে ওই যুবক যাত্রী হুগলি নদীতে তলিয়ে যায়। এরপর ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা, হুগলি নদীতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত ওই নিখোঁজ যুবকের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ওই যুবকের নাম পরিচয় এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাস তিনি জানান, এক যাত্রী ডায়মন্ড হারবার থেকে কুঁকড়াহাটি যাওয়ার উদ্দেশ্যে লঞ্চে চেপেছিল কোন এক কারণবশত ওই যাত্রী হুগলি নদীতে পড়ে যায়। সম্ভবত ওই যাত্রী মদ্যপ অবস্থায় ছিল। নিখোঁজ ওই যাত্রীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

কাষ্ঠগড়া পঞ্চায়েতে বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্প

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: পরিবেশকে সুস্থ এবং সচেতন রাখতে রাজ্য সরকার শহর থেকে গ্রামাঞ্চল পৌরসভা থেকে পঞ্চায়েত এলাকাভিত্তিক তৈরি করছে একটি করে শ্রীগ্রিসেনসেট। ময়লা আবর্জনা জঞ্জাল থেকে মুক্ত রাখতে কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এর উদ্যোগে মঙ্গলবার উদ্বোধন হল শ্রীগ্রিসেনসেট। এটি রামপুরহাট ১ নাম্বার ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রায় তিন চার কিলোমিটার দূরে একটি মাঠে জঙ্গলের মধ্যে।এই সেটটি ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করে কংক্রিটভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এই সেটটিতে রয়েছে দুটি বড় বড় চৌবাচ্চা।
যেখানে ফেলা হবে একটিতে প্লাস্টিক এবং অপরটিতে ময়লা নোংরা আবর্জনা এই নোংরা আবর্জনা গুলি প্রথমে পচন সিল তৈরি করে সেগুলিকে কারখানাতে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। এর জন্য পঞ্চায়েত থেকে দুটি আবর্জনা ফেলা গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফ্যাক্টরি থেকে পরে সেগুলি জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আজকের এই উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পিংকি মন্ডল, নির্মাণ সহায়ক হাসনাত জামান ও রামপুরহাট ১ নাম্বার ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট মনিরুল শেখ সহ আরো অনেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিন পালন বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ১৯শে নভেম্বর ভারতবর্ষে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন পালন বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে। বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেসের কর্মীরা এদিন মহাসমারহে ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন পালন করলেন। ইন্দিরা গান্ধীর পতিকৃতিতে মাল্য দান ও পুষ্পস্তবক দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কংগ্রেস কর্মীরা ইন্দিরা গান্ধীর কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন কংগ্রেস কর্মীরা।

'প্রত্যাশা' কর্মসূচি হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: মঙ্গলবার হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে 'প্রত্যাশা"-এর অধীনে একটি সচেতনামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই মহৎ উদ্যোগের উদ্দেশ্যেই হল,মহিলা পুলিশ কর্মীদের শিক্ষিত ও আলোকিত করা যার মধ্যে মহিলা সিভিক কর্মীদের জরায়ুমুখের ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব সম্পর্কে।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জয় ভট্টাচার্য সদয়ভাবে তাঁর দক্ষতা শেয়ার করেছেনা তার অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বক্তৃতা সময়মত স্ক্রীনিং, প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং সার্ভিকাল ক্যান্সারের সক্রিয় প্রতিরোধের তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করেন।

স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার হল জয়নগরে

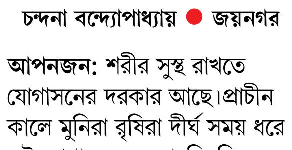

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: শরীর সুস্থ রাখতে যোগাসনের দরকার আছে।প্রাচীন কালে মুনিরা বৃষিরা দীর্ঘ সময় ধরে এই যোগাসন করতো।নিয়মিত যোগাসন করলে রোগ ব্যাধীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর তাই যোগাসন ও স্বাস্থ্যের ওপর নজর দিতে এগিয়ে এলো জয়নগর মজিলপুরের zeal & notion নামে একটি সংস্থা। তাদের উদ্যোগে মঙ্গলবার জয়নগর দওবাজারে যোগা শিক্ষার্থীদের নিয়ে ডায়েট ও পর্যাপ্ত ঘুমের গুরুত্বের ওপর একটি সেমিনার হয়ে গেল।

টোটো পড়ল পুকুরে

সেখ আবদুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: হুগলির বেগমপুরের পাল পুকুরের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল টোটোঅ রাস্তার বেহাল দশায় সেই রাস্তা থেকে টোটো পড়ে যায় পুকুরে। তৎক্ষণাৎ এলাকার লোকজন উপস্থিত হয় এবং সেই টোটো টিকে তোলা হয়।
যদিও যাত্রী না থাকায় বরাত জোরে রক্ষা পায় টোটো চালক।

রোনাল্ডো নেই, ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে ড্র পর্তুগালের, কষ্টার্জিত জয় পেল স্পেন

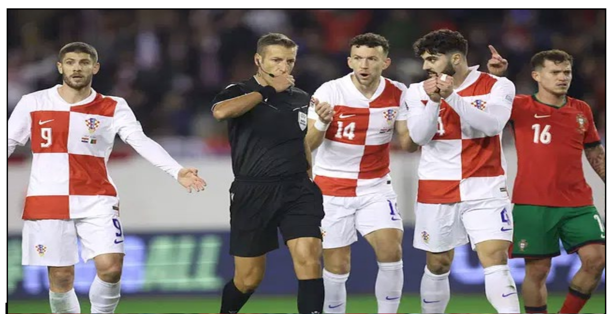

আপনজন ডেস্ক: নেশনস লিগে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোবিহীন পর্তুগাল জিততে পারেনি ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে। তবে হোঁচট খেতে খেতে ঠিকই সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে স্পেন। আর র‍্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে নিচের দল স্যান মারিনো গড়েছে নতুন এক ইতিহাস।

রোনাল্ডোবিহীন পর্তুগালের হোঁচট

উয়েফা নেশনস লিগে আগের ম্যাচে রবার্ট লেভানডফস্কির পোল্যান্ডকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল পর্তুগাল। সেদিন বাইসাইকেল কিকে দুর্দান্ত এক গোলসহ জোড়া গোল করেছিলেন রোনাল্ডো। সেই ম্যাচের পরই জানানো হয়, ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে লিগ এ-এর গ্রুপ ১-এর শেষ ম্যাচে বিশ্রামে থাকবেন রোনাল্ডোসহ কয়েকজন। তবে রোনাল্ডোকে ছাড়া ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি জিততে পারল না পর্তুগাল।

শুরুতে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে পর্তুগাল। প্রথমার্ধের ৩৩ মিনিটে পর্তুগালের হয়ে গোল করেন জোয়াও ফেলিক্স, ৬৫ মিনিটে সেই গোল শোধ করে দেন ক্রোয়াট ডিফেন্ডার ইউস্কো গাভারদিওল।

এই ড্রয়ে অবশ্য পয়েন্ট তালিকায় কোনো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না পর্তুগালকে। এরপরও ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে বাকিদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে থেকেই শীর্ষে থাকল তারা। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ক্রোয়েশিয়ার অবস্থান দুইয়ে এবং ৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে স্কটল্যান্ড। রাতের অন্য ম্যাচে পোল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে স্কটিশরা। পর্তুগালকে রুখে দেওয়ার পর ম্যানচেস্টার সিটি ডিফেন্ডার গাভারদিওল বলেছেন, ‘এটা আমাদের কাছে দুটো আলাদা ম্যাচ বলে মনে হয়েছে। প্রথমার্ধে আমাদের ক্লান্ত মনে হয়েছে, মনে হচ্ছিল পরিবর্তন দরকার। তবে দ্বিতীয়ার্ধ অনেক ভালো ছিল।’

স্পেনের রুদ্ধশ্বাস জয়

উত্থান-পতনের রুদ্ধশ্বাস এক লড়াইয়ের পর নেশনস লিগের আরেক ম্যাচে সুইজারল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে স্পেন। ৩২ মিনিটে পেনাল্টিতে পেদ্রি গোল করতে ব্যর্থ হলেও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঠিকই এগিয়ে যায় স্পেন, গোল করেন ইয়েরেমি পিনো। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকলেও ৬৩ মিনিটে ঠিকই সমতা ফেরায় সুইজারল্যান্ড।

৫ মিনিট পর আবার এগিয়ে যায় স্পেন। এবার স্পেনের হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ব্রায়ান গিল। অ্যান্ডি জেকিরির পেনাল্টি গোলে ৮৫ মিনিটে আবারও সমতায় ফেরে সুইসরা। এরপর ম্যাচ যখন সমতায় শেষ হওয়ার অপেক্ষায় তখন স্প্যানিশ-চমক। যোগ করা সময়ে পেনাল্টি পেয়ে যায় স্পেন। স্পটকিক থেকে গোল করে ব্যবধান ৩-২ করে দলকে জয় এনে দেন ব্রায়ান জারাগোজা। ম্যাচ শেষে ২২ বছর বয়সী তরুণ উইঙ্গার পিনো বলেন, ‘ঘরের মাঠে দলের জয়ে গোল করা, এর বেশি আর কী চাইতে পারি!’

স্যান মারিনোর ইতিহাস

নেশনস লিগে ইতিহাস গড়েছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে নিচের দল স্যান মারিনো।

লিখটেনস্টেইনকে ৩-১ গোলে হারিয়ে পরের ওপরের স্তরে উঠেছে র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের ২১০ নম্বর দলটি। প্রতিপক্ষের মাঠে এটি দেশটির প্রথম জয়ও বটে। এ ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে এই প্রথম একের অধিক গোলের কীর্তিও গড়ল দলটি। আর সব মিলিয়ে এটি তাদের ৩ গোল করা প্রথম ম্যাচ। এই মুহূর্তে লিখটেনস্টেইনের জন্য স্যান মারিনো বিশেষ আতঙ্কের নামও বটে। দলটির আগের দুটি জয়ও র‍্যাঙ্কিংয়ের ২০০ নম্বরে থাকা এই দলটির বিপক্ষে। ২০০৪ সালে প্রীতি ম্যাচে হারানোর পর সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বরেও ১-০ গোলে জিতেছিল স্যান মারিনো।

ঝাড়খণ্ডের বি ডিভিশন লিগ ম্যাচে জয়লাভ ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: প্রতিবেশী ঝাড়খন্ড রাজ্যের বি ডিভিশন ক্রিকেট লিগের ম্যাচে জয়লাভ করল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি। ১৮ নভেম্বর ২০২৪ সোমবার খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ঝাড়খন্ডের দেওঘর চ্যাটার্জি গ্রাউন্ডে।

এদিন পাটনা ক্রিকেট একাডেমির বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি ২০ ওভারে ১৮৪ রান তোলে। জবাবে পাটনা ক্রিকেট একাডেমি ১৪৬ রানে সব কটি উইকেট হারিয়ে ফেলে। ফলে ৩৮ রানের জয় পায় ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি।

ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির হয়ে ইজাজ ৩৬ রান করেন। ফিরোজ এবং আসলাম উভয়ই ৩৫ রান করেন। সৌম্য করেন ২৪ রান। ৩ টি করে উইকেট নেন বিট্টু ও রিজওয়ান। ২ টি উইকেট নেন আসিফ।

আইপিএলের নিলামে বাড়তি নজর তিন পেসারের ওপর

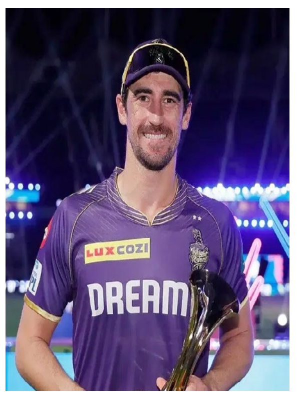

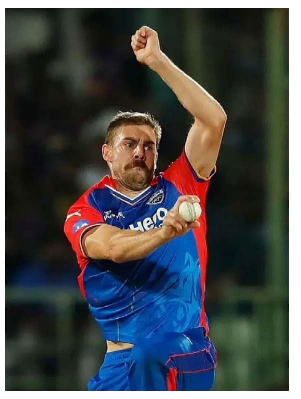

আপনজন ডেস্ক: এগিয়ে আসছে আইপিএলের মেগা নিলাম, বাড়ছে আলোচনা। বেশির ভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজিই তাদের তারকা আর কার্যকরী খেলোয়াড়দের ধরে রেখেছে। আবার কোনো কোনো দল অনেক নামী ও দামি খেলোয়াড়দের ছেড়ে দিয়েছে। এ রকম খেলোয়াড়দের মধ্যে ২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলামে আছেন সময়ের অন্যতম সেরা তিন পেসার মিচেল স্টার্ক, কাগিসো রাবাদা ও আনরিখ নর্কিয়া। সৌদি আরবের জেদ্দায় ২৪ ও ২৫ নভেম্বর এবারের নিলামে এই তিনজনের দিকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর বাড়তি নজর থাকবে বলেই মনে করছেন অনেকে।

মিচেল স্টার্ক

২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলামে বড় নামগুলোর মধ্যে অন্যতম মিচেল স্টার্ক। গত মৌসুমের নিলামে সর্বোচ্চ দাম (২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপি) দিয়ে কেনা এই অস্ট্রেলিয়ান পেসারকে এবার ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০২৪ সালের আইপিএলে কলকাতার হয়ে ১৪ ম্যাচ খেলে ১৭ উইকেট নিয়েছিলেন স্টার্ক। শিরোপা জিতেছিল তাঁর দলও।

কাগিসো রাবাদা

পাঞ্জাব কিংস এবার ছেড়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার গতিতারকা কাগিসো রাবাদাকে। যার ফলে ২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলামে আছেন তিনিও। ২০২৩ সালে আইপিএলে ম্যাচের হিসাবে (৬৪ ম্যাচ) দ্রুততম ১০০ উইকেট শিকার করা রাবাদাকে নিলামে কিনে নিতে পারে পাঞ্জাবও। তাদের আরটিএম (রাইট টু ম্যাচ) এখনো বাকি আছে। এই নিয়ম ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে এমন একজন খেলোয়াড়কে কেনার অনুমতি দেয়, যিনি গত মৌসুমে সেই দলেরই একজন ছিলেন। আবার তাঁকে পাওয়ার লড়াইয়ে নামবে অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোও।

আনরিখ নর্কিয়া

২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলামে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর চোখ থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকার এই পেসারের দিকেও। নিয়মিতই তিনি ১৫০ কিলোমিটারে বল করতে পারেন বলে এই সময়ে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর কাছে আরও বেশি কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছেন আনরিখ নর্কিয়া। আরটিএম নিয়মের কল্যাণে তাঁকে কিনতে পারে তাঁর গত মৌসুমের দল দিল্লি ক্যাপিটালস। এটা অন্য দলগুলোর জন্য তাঁকে পাওয়ার বিষয়টি কঠিন করে দেবে।

ভারতকে ঘায়েল করতে অস্ট্রেলিয়াকে ‘গোলাবারুদের’ খোঁজ দিলেন ম্যাকগ্রা

আপনজন ডেস্ক: ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। সামনে যখন প্রবল প্রতিপক্ষ, তখন মাঠে নামার আগেই মনস্তাত্ত্বিক খেলা শুরু করে দেওয়া অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটেরই বৈশিষ্ট্য। সময়ের সঙ্গে নানা কারণে সেটা কিছুটা কমে এসেছে বলেই হয়তো এবার অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে ভারতের সঙ্গে ‘মাইন্ড গেম’ খেলার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন গ্লেন ম্যাকগ্রা। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই পেসার বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ভারতকে মানসিকভাবে ঘায়েল করার জন্য সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের কাছে রোহিত শর্মাদের ধবলধোলাইয়ের ঘটনা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। এ ছাড়া ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলিকেও লক্ষ্যবস্তু বানাতে বলেছেন কামিন্সদের।

সর্বশেষ দুই সফরে অস্ট্রেলিয়া থেকে সিরিজ জিতে ফেরা ভারত এবার খেলতে গিয়েছে মানসিকভাবে পিছিয়ে থেকে। কিছুদিন আগে নিজেদের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছেন রোহিত-কোহলিরা। দলের মতোই সিরিজজুড়ে ব্যাট হাতে বাজে সময় কেটেছে কোহলির। প্রথম টেস্টে ৭০ রানের ইনিংস থাকার পরও পুরো সিরিজে কোহলির রান মোটে ৯৩। এ ছাড়া ২০২৪ সালে খেলা ১২ ইনিংস মিলিয়েই তাঁর রান মোটে ২৫০। ভারতের তারকা ব্যাটসম্যানের এই বাজে ফর্মের কথা উল্লেখ করে ম্যাকগ্রা ডেইলি টেলিগ্রাফের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ‘নিউজিল্যান্ড সিরিজে কোহলির রান নব্বইয়ের মতো, যদিও একটা ৭০ রানের ইনিংস আছে। এর মানে হচ্ছে সে বাজে সময়ের মধ্যে আছে। যে কারণে এখানে চাপে থাকবে। এখন অস্ট্রেলিয়া যদি প্রথম টেস্টেই ভালো বোলিং করে তাকে শুরুতে ফিরিয়ে দিতে পারে, পুরো সিরিজে এর প্রভাব পড়বে। প্রথম ম্যাচটা তাই গুরুত্বপূর্ণ।’

ম্যাকগ্রার অনুমান, সিরিজে অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের সঙ্গে মাঠে লেগেও যেতে পারে কোহলির। ভারতের তারকা ব্যাটসম্যানকে ‘আবেগপ্রবণ’ উল্লেখ করে ম্যাকগ্রা বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা যদি ওকে লক্ষ্যবস্তু বানায় আর সে-ও আবেগ দিয়ে লড়াই করতে শুরু করে, তাহলে কিছু কথা-কাটাকাটিও দেখা যেতে পারে। কে জানে, সে গর্জে উঠতেও পারে।’

ভারতের স্মৃতিতে আগের দুই সফরে সফরে জয়ের আনন্দ থাকলেও এবার দলটিকে মানসিকভাবে আঘাত করার সুযোগ আছে বলে মনে করেন ম্যাকগ্রা। টেস্টে ৫৬৩ উইকেট নেওয়া এই পেসার রোহিতদের কিউইদের কাছে ধবলধোলাই হওয়ার ঘটনাকে ‘অস্ত্র’ বানানোর পরামর্শ দিয়েছেন কামিন্সদের, ‘ওরা যেহেতু নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হেরে এসেছে, এটাকে গোলাবারুদের মতো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যায়। ওদের ওপর চাপ তৈরি করো, দেখ ওরা চাপ নিতে পারে কি না।’

২০০৭ সালে সর্বশেষ টেস্ট খেলা ম্যাকগ্রা এটাও বলেন, তিনি এখন খেলার মধ্যে থাকলে বলে দিতেন, ভারত ৫-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হবে। অস্ট্রেলিয়া-ভারত পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরু হবে ২২ নভেম্বর পার্থ টেস্ট দিয়ে।

সংস্কারের অভাবে একাধিক লীগ বন্ধ বসিরহাট স্টেডিয়ামে, দ্রুত সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি ● বসিরহাট

আপনজন: কারমাইকেল শিল্ড, বসিরহাট লীগ সহ একাধিক লীগ বন্ধ। স্টেডিয়াম সংস্কারের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে প্রতিভা। প্রতিবাদ গর্জে উঠলেন জাতীয় প্রাক্তন ফুটবলার সহ ক্রীড়া প্রেমীরা।

সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের ঠিকানা বসিরহাট মহকুমা স্টেডিয়াম। লকডাউনের পর থেকে গত সাড়ে তিন বছর এই স্টেডিয়ামে সব ধরনের খেলা বন্ধ। যার ফলে মাঠের দখল নিয়েছে আগাছা। কোথাও এক হাঁটু জল আবার কোথাও চার থেকে পাঁচ ফুট আগাছা জন্ম নিয়েছে। যে মাঠ থেকে মিহির বসু, অলকদাস, দিব্যেন্দু বিশ্বাস, নাজিমূল হক, হাবিবুর রহমান, গোপাল বসু , কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়, সমীর বসু সহ বহু ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিক প্রতিভা উন্মোচন হয়েছে তা আজ জঙ্গলে ভরে রয়েছে। আর এই মাঠের জন্য রাজ্য ও জাতীয় স্তরে তারা সুনামের সঙ্গে বসিরহাটকে ভারত ও বিশ্বের ভৌগলিক মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। সেখানেই স্টেডিয়াম সংস্কারের অভাবে খেলা বন্ধ। একদিকে শতবর্ষের কারমাইকেল শিল্ড, বসিরহাট লীগ, অ্যাটলেটিকসহ একাধিক খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফলে বসিরহাট প্রতিভার অন্বেষণ অনেকটাই থমকে গেছে। এই নিয়ে সোচ্চার হলেন রাজ্য জাতীয় স্তরে নামকরা প্রতিভারা। বসিরহাট টাউনহলে ক্রীড়া প্রেমি ও বিশিষ্ট জনেরা এই নিয়ে একটা কমিটির মধ্য দিয়ে আবার স্টেডিয়াম যাতে পুনরায় খেলার জায়গায় ফিরে আসে সোচ্চার হয়েছেন একাধিক প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলাররা। তারা তাদের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন যারা একসময় বসিরহাট স্টেডিয়ামে দাপিয়ে বেরিয়েছে। বসিরহাট মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী সভাপতি বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেন, কোভিড মহামারী কালে খেলা বন্ধ রয়েছে। সংস্কার হচ্ছে না, খুব তাড়াতাড়ি মাঠের সংস্কার হবে আবার খেলা ফিরে আসবে স্টেডিয়ামে। কিন্তু বসিরহাট স্টেডিয়ামের বাইরে বিভিন্ন মাঠে বিভিন্ন খেলা আমরা আয়োজন করছি।

খোলাচিঠিতে নাদালকে গোপন ভালোবাসার কথা বললেন ফেদেরার

আপনজন ডেস্ক: ফেদেরারের সেই চিঠি–

ভামোস, রাফায়েল নাদাল,

নিশ্চয়ই টেনিস থেকে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছ। আমি আবেগতাড়িত হয়ে পড়ার আগেই কিছু কথা বলতে চাই।

যে কথাটা আসবেই, সেটা দিয়েই শুরু করা যাক: তুমি আমাকে হারিয়েছ–অনেকবার। আমি তোমাকে যতবার হারিয়েছি, তার চেয়ে বেশি। আর কেউ তোমার মতো চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। ক্লে কোর্টকে মনে হতো তোমার উঠান, শুধু টিকে থাকার জন্যই কল্পনাতীত পরিশ্রম করতে হতো। তুমি আমাকে নিজের খেলা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছ, এমনকি একটু বাড়তি সুবিধা পেতে র‍্যাকেটের মাথার আকার পর্যন্ত বদলাতে হয়েছে। আমি কুসংস্কারে বিশ্বাসী লোক নই, কিন্তু তুমি বিষয়টিকে অন্য মাত্রা দিয়েছ। (ম্যাচের আগে) যেসব বিষয় তুমি মানো, গোটা প্রক্রিয়াটা–পানির বোতলগুলোকে খেলনা সৈন্যদের মতো সাজিয়ে রাখা, চুল ঠিক করা, অন্তর্বাস ঠিক করা...এই সবকিছুতেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনোযোগ তোমার। আমি কিন্তু গোপনে এসব ভালোবেসেছি। কারণ, ব্যাপারগুলো অনন্য, যেখানে তোমাকে খুঁজে পাই।

আর রাফা, তুমি কি জানো খেলাটিকে আরও বেশি উপভোগ করেছি শুধু তোমার জন্য।

প্রথম দিকে হয়তো তেমন ছিল না। ২০০৪ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পর প্রথমবারের মতো র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠলাম। দুই মাসের জন্য মনে হয়েছিল, গোটা পৃথিবীই আমার। তারপর মায়ামির কোর্টে লাল হাতাবিহীন জার্সি পরে বাইসেপগুলো (হাতের পেশি) দেখিয়ে তুমি নামলে এবং আমাকে সহজেই হারালে। তোমার বিষয়ে কথাগুলো কানে আসছিল–মায়োর্কা থেকে অবিশ্বাস্য এক খেলোয়াড় এসেছে, প্রজন্মান্তরের প্রতিভা, একদিন হয়তো গ্র্যান্ড স্লাম জিতবে–এগুলো শুধু মুখের কথা ছিল না। আমাদের অভিযাত্রার শুরুতেও আমরা ছিলাম, শেষেও আছি। রাফা, ২০ বছর পর আমাকে বলতেই হবে: কী অবিশ্বাস্য ক্যারিয়ার তোমার! ১৪টি ফ্রেঞ্চ ওপেন–ঐতিহাসিক! তুমি স্পেনকে গর্বিত করেছ... গর্বিত করেছ গোটা টেনিস-বিশ্বকেও।

আমাদের স্মৃতিগুলো মনে ভাসে। একসঙ্গে খেলাটার প্রসারের কাজ করেছি। সেই ম্যাচটা আমরা অর্ধেক ঘাস ও অর্ধেক ক্লের কোর্টে খেলেছি। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে ৫০ হাজার দর্শকের সামনে সর্বকালের সর্বোচ্চ দর্শকের রেকর্ড ভেঙেছি। কত মজা করেছি, কোর্টের বাইরে কত খুনসুটি হয়েছে, আবার কখনো কখনো ট্রফি বিতরণী অনুষ্ঠানে (ক্লান্তিতে) আক্ষরিক অর্থেই একে অন্যকে ধরে রাখতে হয়েছে।

২০১৬ সালে মায়োর্কায় রাফা নাদাল একাডেমিতে তুমি আমায় নিমন্ত্রণ করেছিলে। সে জন্য আমি এখনো কৃতজ্ঞ। আসলে তো নিজেই নিজেকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। জানতাম, তুমি এত বিনয়ী যে আমাকে সেখানে যাওয়ার জন্য জোর করতে পারবে না। কিন্তু আমি নিজে সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইনি। তুমি গোটা বিশ্বের শিশু-কিশোরদের আদর্শ। মিরকা (স্ত্রী) ও আমি অত্যন্ত খুশি যে আমাদের সন্তানেরা তোমার একাডেমিতে অনুশীলন করেছে। হাজারো বাচ্চাদের মতো তারাও অনেক কিছু শিখেছে, অনেক মজাও করেছে। যদিও একটা দুশ্চিন্তা ছিল। আমার বাচ্চারা হয়তো বাঁ হাতে খেলবে!

তারপর লন্ডন...২০২২ সালে লেভার কাপ। আমার শেষ ম্যাচ। তুমি আমার পাশে ছিলে, প্রতিপক্ষ নয়, দ্বৈতের সতীর্থ হিসেবে–এটাই ছিল আমার কাছে সবকিছু। সেই রাতে তোমার সঙ্গে কোর্টে দাঁড়ানো, একসঙ্গে কান্না–আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বিশেষ মুহূর্তগুলোর একটি।

রাফা, আমি জানি তুমি এখন তোমার মহাকাব্যিক ক্যারিয়ারের শেষ নিয়ে মনোযোগী। সেটা শেষ হওয়ার পর আমরা কথা বলব। আপাতত এখন আমি তোমার দল ও পরিবারকে অভিনন্দন জানাই। তোমার সফলতায় তাদের বিশাল অবদান। তোমাকে এটাও জানিয়ে রাখতে চাই, তোমার সেই পুরোনো বন্ধুটি সব সময়ই তোমার জন্য গলা ফাটায় এবং সামনে যা করবে, সেসবের জন্যও সর্বোচ্চটুকু দিয়েই সমর্থন দেবে।

রাফা, আজ এটুকুই!

সব সময়ের জন্য শুভকামনা,

তোমার ভক্ত

রজার।

ফেডারেশনের কাছে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচ পিছনোর আবেদন ইস্টবেঙ্গলের

আপনজন ডেস্ক: এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল নামবে মার্চে। ১১ মার্চ ফিরতি পর্বের খেলা রয়েছে। যেটি আবার ইস্টবেঙ্গলের অ্যাওয়ে ম্যাচ। এবার তার মাঝে ৮ মার্চ আইএসএল-এ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে খেলা পড়েছে। সেটিও গিয়েই খেলতে হবে দলকে। এবার সেই ম্যাচের দিন পরিবর্তন করার জন্য ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে অনুরোধ করবে ইস্টবেঙ্গল। প্রসঙ্গত, মহামেডান ম্যাচের পরেই ফেডারেশন সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। আইএসএল-এ বারংবার খারাপ রেফারিংয়ে শিকার হওয়া নিয়ে ফেডারেশন সভাপতির সঙ্গে কথা বোলার কথা ইস্টবেঙ্গলের। অন্যদিকে, ওই ম্যাচে লাল কার্ড দেখা দুই ফুটবলার নন্দকুমার এবং মহেশ সিংকে আপাতত একটি ম্যাচই সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলতে পারবেন না তারা। কারণ, সেদিন মাঠে খারাপ আচরণ নিয়ে নন্দকে শোকজ করে ফেডারেশন। এবার তার পাল্টা জবাব পাঠিয়ে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলও। এদিকে শনিবার থেকেই জোরালো অনুশীলনে নেমে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। রবিবারও একজন বিদেশি নিয়েই অনুশীলন করা দল। ক্লেইটন সিলভা ছাড়া বাকি বিদেশিরা কেউ আসেননি এদিন। সল ক্রেসপো, মাদিহ তালাল এবং দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা পরে আসবেন। এছাড়া হেক্টর ইউস্তে আসবেন আগামী ২১ নভেম্বর। আনোয়ার আলি, জিকসন সিং এবং হিজাজি মাহের জাতীয় দলের হয়ে খেলার পর আরও কয়েকদিন ছুটি কাটিয়ে ফিরবেন বলে জানা গেছে।

তবে এদিন অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন প্রভসুখন গিল এবং গুরসিমরত গিল। এদিনও প্রায় দুই ঘন্টা অনুশীলন করেছেন পিভি বিষ্ণুরা। প্রথম ৪৫ মিনিট ফিজিক্যাল ট্রেনিং করেন তারা। তারপর দলের ফুটবলারদের মোট চারটি দলে ভাগ করে আলাদাভাবে ম্যাচ খেলান কোচ অস্কার ব্রুজো।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি
MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB
দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে
ভর্তির সু-পরামর্শ
9804281628 /8100057613
CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
Park Circus Kolkata
www.checkmatecareer.com
ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**